যা কিছু ক্ষমতা সম্পর্কীয়

সামাজিক ক্ষমতা এবং
ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে
জানা ও বোঝা

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা

crea

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নারীবাদী নেতৃত্ব - CREA'র এই সিরিজ-এর এক নম্বর প্রাইমার

যখন আন্দোলনকর্মীরা
মানুষের জীবনে পরিবর্তন
আনার, জীবন পরিবর্তন করার
চেষ্টা করেন অথবা যে অন্যায়ের
সামনে তারা পড়েন তার সঙ্গে
মোকাবিলা করেন তখন আমরা
আসলে **ক্ষমতার সমীকরণ**
বদলানোর চেষ্টা করি।

সূচীপত্র

ক্ষমতা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য

ভূমিকা ৪

ক্ষমতা কি? ১২

ক্ষমতা কোথায় পরিচালিত হয়? ২২

ক্ষমতার উৎস কোথায়? ৩২

ক্ষমতা কেমন দেখতে হয়? ৪২

ক্ষমতা কীভাবে প্রকাশ করা হয়? ৫২

ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে? ৬৮

ক্ষমতাকে বোঝা

ক্ষমতার কাঠামো ও ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত সম্পর্কগুলি – এই দুইয়ের নিরিখে **ক্ষমতাকে বোঝা** – একজন আন্দোলনকর্মী যিনি সামাজিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করছেন তাঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যারা নারীর অধিকার, জেন্ডার, লিঙ্গ সমতা অথবা এমন মানুষদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন যারা প্রান্তিক, যাদের সঙ্গে বৈষম্য ঘটেছে বা যাদের সমাজের থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের লিঙ্গ পরিচয়, যৌন পছন্দ, জাতি, শ্রেণী, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, ধর্ম, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধকতা/সক্ষমতা, পেশা (যেমন যৌনকর্মী), অবস্থান (যেমন গ্রাম, শহর) বা অন্য কোনও বিষয়ের ভিত্তিতে – তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা ও বোঝা খুবই জরুরি।

কিন্তু ক্ষমতা একটি খুবই বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) ধারণা, একটি বিরাট ও জটিল ভাবনা। ক্ষমতাকে আমরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে বুঝি। আমরা যেসব বিষয়ের উপর কাজ করি সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যাদের সাথে কাজ করি, আমরা যা কিছু এ বিষয়ে পড়েছি অথবা ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্ষমতাকে আমরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে বুঝি।

এই প্রাইমার'টির উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের যা বিভ্রান্তি আছে সেটা দূর করা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সকলের বোঝার উপযুক্ত একটা সংজ্ঞা তৈরি করতে সাহায্য করা যাতে আমরা যারা সামাজিক ও লিঙ্গসাম্যের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করি - আরও বেশি বোধগম্য, সকলের বোঝার উপযুক্ত ও আরও বেশি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে ক্ষমতা যেভাবে পরিচালিত হয়, তা সার্বিকভাবে বুঝতে পারি – আমাদের কাজের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে।

একজন আন্দোলনকর্মী ও পরবর্তীতে একজন স্কলার হিসাবে আমি দেখেছি যে অবিরাম এমন বহু ধারণা ও সামাজিক ফেনোমেনা নিয়ে কাজ করে চলেছি যেগুলি বিমূর্ত তো ছিলই সেইসঙ্গে যেগুলিকে নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করাও কঠিন। ক্ষমতা, গণতন্ত্র, অধিকার, ক্ষমতায়ন, সাম্য, বৈষম্য ইত্যাদি। এইগুলো সবই বড়সড়ো কিছু ধারণা বিভিন্ন মানুষের কাছে যেগুলির বিভিন্ন মানে আছে। আপনি কখনো এগুলোকে কোনও বইয়ের তাকে বা একটি বইয়ের দোকানে খুঁজে পাবেন না আর বলতে পারবেন না যে- 'এইতো! এই দেখো এটাই গণতন্ত্রের অথবা সাম্য বা অধিকার বা ক্ষমতায়ণ বা বৈষম্যের সঠিক রূপ!' বরং বস্তুত এই ধারণাগুলির অনেকগুলিকেই তখনই সহজে চিহ্নিত করা যায় যখন এগুলি অনুপস্থিত থাকে অথবা এগুলিকে লঙ্ঘন করা হয়।আমরা জানি যে বৈষম্য ব্যাপারটা ঠিক কেমন হয়, ক্ষমতাহীনতার বোধ কেমন হয় আর আমাদের অধিকার লঙ্ঘন হওয়া কাকে বলে। তাই আমি সংশয় ও এই ধারণাগুলিকে নিয়ে যে সংশয় ও সুত্রহীনতা থাকে তা দূর করতে পাঁচটি মূল প্রশ্ন তৈরি করেছি যা এই ধারণাগুলি স্পষ্ট করবে ও সংশয় দূর করবে।

১ এটি কী?

কীভাবে আমরা ক্ষমতার সংজ্ঞা দেব? সামাজিক ক্ষমতা কী বা সমাজ ও মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা কী? এই প্রশ্নটি আমাদের সাহায্য করবে এই বিষয়, ভাবনা, ফেনোমেনা যা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি তার একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরিতে। ক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা বা ধারণা তৈরী করতে।

২ এটি কোথায় থাকে?

সামাজিক ক্ষমতা ঠিক কোথায় থাকে আর এর কোন্ অবস্থানগুলি আমাদের সবচেয়ে চিন্তিত করে তোলে? এটি সহজভাবে কোনো ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয় যেমন একটি দেশ, শহর, গ্রাম বা একটি সত্যিকারের জায়গার থেকে থাকে। এটি একটি সামাজিক অবস্থানও বোঝাতে পারে যেখানে এটি পরিচালিত হয়(যেমন পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে) অথবা সেইসব ক্ষেত্র বা জনগোষ্ঠী যাদের নিয়ে আমরা চিন্তিত (শ্রমিক, গ্রামীণ মহিলারা, অথবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিক্ষেত্রে)। এই প্রশ্নটি আমাদের এই ধারণাটির একটি স্থানগত, জনসংখ্যাগত অথবা সামাজিক গন্ডীর একটা স্থান তৈরী করতে সাহায্য করে ।

৩ এটা কিসের মতো দেখতে?

ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ ও প্রকার কী? এই প্রশ্নটি আমাদের সাহায্য করে এই ফেনোমেনা-র আসল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে, যে স্থানে আমরা একে রাখছি সেই পরিসীমার মধ্যে।

৪ এর কারণ এবং উৎসগুলি কী কী?

ক্ষমতার জন্ম কীসে হয়? কী সেই মূল কারণগুলি যা আমাদের সমাজে ক্ষমতার কাঠামো তৈরী করে? ক্ষমতার এই কাঠামোগুলিকে স্বস্থানে ধরে রাখার জন্য বা দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়? এর উত্তর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই উত্তরের সাহায্যেই আমরা এই ধারণাটির মূলে পৌছতে পারব।

৫ কীভাবে এটা কাজ করে?

ক্ষমতা কিভাবে সমাজে কাজ করে? পৃথক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চেহারাগতভাবে কতটা আলাদা ধরনের ক্ষমতা থাকে? ক্ষমতা কীভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসে স্থান নির্ধারণ করে, কীভাবে সামাজিকভাবে আমাদের একে অন্যের সঙ্গে সংযোগ তৈরিতে বা একে অন্যের প্রতি ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে? কেমন ভাবেই বা ক্ষমতা আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে তৈরি করে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা ফেনোমেনাটির দ্বারা তৈরি হওয়া বিস্তৃত ক্ষেত্র বুঝতে পারব। আমরা এটাও চিহ্নিত করতে পারব এর দ্বারা কারা নেতীবাচকভাবে প্রভাবিত হয়, কাদের লাভ বা লোকসান হয়, এটি কীভাবে সমাজে বা আমাদের তৈরি করে দেওয়া গন্ডীর মধ্যে পরিচালিত হয়।

ক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে বোঝা কেন জরুরী?

আমরা আন্দোলনকর্মীরা আমাদের চারপাশে হওয়া অবিচার, অসাম্য, প্রান্তিকতা, সমাজ-বর্হিভূত করার প্রবণতা, বৈষম্য, বিভাজন, ছুঁৎমার্গ ও হিংসা নিয়ে চিন্তিত থাকি। কিন্তু আমরা কি সর্বদা চিনতে পারি যে এসবের মূলে এবং প্রতিটি সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্ষমতা? এটাই সত্য যে মানুষের সম্পর্ক এবং সমাজ সংগঠিত হওয়ার মুলে রয়েছে ক্ষমতা। আমরা কি বুঝতে পারি যে সবরকম অবিচার এবং অসাম্য আসলে **ক্ষমতার প্রকাশ** অথবা **ক্ষমতার কাঠামোরই লক্ষণ**? সত্যিটা হল প্রতিটি মানুষের সম্পর্কের এবং সমাজ কীভাবে গঠিত হচ্ছে তার মূলে থাকে ক্ষমতা তাই আন্দোলনকর্মীরা যখন মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন অথবা তাদের সঙ্গে হওয়াঅবিচারের বিরূদ্ধে লড়াই করেন তখন আমরা আসলে **ক্ষমতার সমীকরণ** পরিবর্তনের চেষ্টা করছি।

আমরা বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি ক্ষমতাকে চিনতে পারি ও বুঝতে পারি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমতার দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষ আকারকেই চিনি। কিন্তু তার আরও জটিল রূপগুলিকে আমরা চিনতে পারি না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমরা দেখি যে নারীদের অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব পরিবারে তাদের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা না থাকার একটি কারণ বা সামাজিক আচরণের কারণে পুত্রসন্তানকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং মেয়েদের প্রতি বৈষম্য। তাই আমরা মহিলাদের জন্য উপার্জনের ও স্বল্প সুদে ঋণের প্রকল্প বা মেয়েদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী শুরু করি। তারপর আমরা দেখি যে যদিও এই কর্মসূচীগুলি কিছুটা হলেও সাহায্য করেছে, প্রাথমিক সামাজিক আচরণগুলি এখনো একই জায়গায় রয়ে গেছে। মহিলারা বেশি উপার্জন করছেন কিন্তু তাদের স্বামীরা তাদের উপার্জনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এর কারণ হল আমাদের কৌশলগুলি শুধু সমস্যার **লক্ষণগুলির** উপর কাজ করেছে, সমস্যার **মূল কারণগুলির** উপর নয়। আমরা যদি সত্যিই ক্ষমতার সমীকরণে প্রভাব ফেলে এমন পরিবর্তন আনতে চাই তাহলে আমাদের ক্ষমতাকে আরও গভীরভাবে এবং স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে । প্রথমে ক্ষমতা যে যে অবস্থান থেকে কাজ করে সেইসব অবস্থানের সম্পর্কে আরো সচেতনতা বাড়াতে হবে। তার সঙ্গে জানতে হবে ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ, কীভাবে ক্ষমতার কাঠামো গঠিত হয় ও বেঁচে থাকে। আন্দোলনকর্মীরা যারা নারী অধিকার ও লিঙ্গ সমতা নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্যে ক্ষমতার মাত্রাগুলি সম্পর্কে জানা বিশেষভাবে গুরূত্বপূর্ণ, কারণ **ক্ষমতার অদৃশ্য ও আদর্শগত** মাত্রাগুলি ততটাই গুরূত্বপূর্ণ যতটা লিঙ্গ বৈষম্য বজায় রাখার জন্য সম্পদের সহজলভ্যতা।

আমরা যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ক্ষেত্র বা বিষয় নিয়ে কাজ করি সেখানে ক্ষমতা যেভাবে কাজ করে তাকে প্রভাবিত বা পরিবর্তন করতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের সাহায্য করবে। আরও সাহায্য করবে যেসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বা ইস্যুর উপরে আমরা কাজ করি, সেখানে ক্ষমতা যেভাবে কাজ করছে তাকে পরিবর্তন করতে। যেমন, আমরা এইটিও বুঝতে পারব একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বা অবস্থানে ক্ষমতার বহুমাত্রিকতা কিভাবে পরিবর্তন করা যায়, অথবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সুরক্ষিত করা যায়।

১

ক্ষমতা কি?

বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর এইটি ঠিক করে দেওয়ার শক্তি যে কারা কি পাবে, কারা কি করবে, কারা কি সিদ্ধান্ত নেবে এবং কারা অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করবে - তাকেই বলে **সামাজিক ক্ষমতা**।

ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং আন্দোলনকর্মীরা সমাজে ক্ষমতার সংজ্ঞা তৈরি এবং তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এগুলির কয়েকটির সংজ্ঞা ছিল সরল এবং অন্যগুলি খুব জটিল। নারীবাদী বিদ্বদ্‌জনেরা এবং আন্দোলনকর্মীরা একটা বড় পদক্ষেপ নিলেন যখন তারা বুঝতে পারলেন যে সামাজিক ক্ষমতা শুধু বৃহত্তর পৃথিবীর মধ্যেই কাজ করছে না, সেটা আমাদের ঘরের মধ্যে এবং আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও রয়েছে।

আমরা যখন এই সমস্ত সম্পর্কের সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করি তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে দীর্ঘ সময়ের ধরে, ক্ষমতা মূলত একমুখী শক্তি হিসাবে এবং অন্যান্য লোকের উপর নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। এটি কয়েকজন ব্যক্তি বা সমাজের কিছু গোষ্ঠী যাদের অন্যদের কাজকর্ম ও সুযোগগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল তাদের বিষয়ে ছিল। প্রাথমিকভাবে **সম্পদের** উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্ষমতার উত্থানের কথা ভাবা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাদের জমির মালিকানা ছিল, বা অর্থ বেশি ছিল, তাদের দরিদ্র বা ভূমিহীনদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ক্ষমতা তার চেয়ে আরও জটিল। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিবর্তন এবং পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতারও পরিবর্তন হয়েছে। আজ আমরা বুঝতে পারি যে ক্ষমতা মানেই শুধুমাত্র **নিয়ন্ত্রণ** নয়, ক্ষমতা মানে **সামর্থ্যও**। যদিও ক্ষমতার কাঠামো কিছুটা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তবে আমরা সম্পদের পুনর্বন্টন করলেও কেন ক্ষমতার তারতম্য বজায় থাকে, সম্পদ তা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে না।

বর্তমানের কথা মাথায় রেখে ক্ষমতার মানে হলো - ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রভাবিত করার শক্তি।[1] আজকের বাস্তবে ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণে একটি খুবই ভালো পদ্ধতি হল – ক্ষমতা হল বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত নেওয়া বা প্রভাবিত করতে পারার সামর্থ্য:

[1] অরুণা রাও এবং ডেভিড কেলহের (2002)কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা

কে কী পায়

এটি কেবল সম্পদ সম্পর্কে নয় – সমাজে কীভাবে সুযোগ, অধিকার এবং সুবিধা ভাগ করা হয় সেই বিষয়ে। লিঙ্গ বা সামাজিক ক্ষমতার কাঠামো চেনা সহজ - একটি সমাজে কার জমির মালিকানা আছে, কে স্কুলে যায়, কার অসুখের প্রথমে চিকিৎসা হয় বা কার অবসর যাপনের সবচেয়ে বেশি অনুমতি আছে – এগুলি লক্ষ্য করলেই সমাজের চিহ্ন বা ক্ষমতার কাঠামো চেনা যায়।

কে কি সিদ্ধান্ত নেয়

এটি হল আমাদের জীবনের ও সেইসব প্রতিষ্ঠান যা আমাদের সমাজকে শাসন করে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার বিষয়ে। ক্ষমতা হল একজন মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে (কাকে কখন বিয়ে করতে হবে) বা বাড়িতে (কী ধরনের কাজ করতে হবে) বা গ্রামে/শহরে (গ্রাম/শহরের বাজেট কিসে খরচ করা হবে, কে কোন্ কুয়ো জলপানের জন্য ব্যবহার করবে, কোন্ রাস্তা মেরামত হবে, শৌচালয়গুলি কোথায় তৈরি হবে) বা গোষ্ঠী/বর্ণ/জাতিসত্তার মধ্যে (কোন রীতিনীতি লাগু হবে, কীভাবে বিবাদের মীমাংসা হবে) বা দেশে (জাতীয় আইন, পলিসি, বাজেট বরাদ্দ) – সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কার রয়েছে।

কে কী করে

এটি শ্রম ও কাজের বন্টন বিষয়ে যা সমাজের টিঁকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ক্ষমতা শুধু উৎপাদনশীল কাজে শ্রম বন্টন থেকেই আসে না, যেমন শস্য উৎপান, একটি কারখানায় কাজ করা – যা পণ্য ও পরিষেবা তৈরি করে ও যা থেকে আয় হয় – প্রজননশীল কাজ থেকেও আসে যেমন বাড়ির কাজ, শিশুর যত্ন, রান্না, খাবার জল, রান্নার জ্বালানী আনা ইত্যাদি। যারাই এটা পড়ছেন তারা প্রায় তৎক্ষণাৎই বুঝতে পেরে যাবেন যে উৎপাদনশীল ও প্রজননশীল কাজগুলি, উভয়ই অধিকাংশ সমাজে লিঙ্গ পরিচিতির উপর নির্ভর করে ভাগ করা হয়।

কে এজেন্ডা নির্ধারণ করে

আজকের বিশ্বে এটি সামাজিক ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি নয়, কি আলোচনা করা যায় এবং কি যায় না, কোন্টা জরুরি ও কোন্টা নয় - এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতার প্রতিফলন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - মিডিয়া কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় কোন খবর প্রথম পাতায় থাকবে এবং কোন্ খবর ৪ বা ৫ নম্বর পাতায় থাকবে। ভিতরে থাকবে? এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতা পরিবারের মতো ব্যক্তিগত পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং মিডিয়ার মতো সর্বজনীন পরিসরে কাজ করে; প্রায়শই গোপন বা অদৃশ্য উপায়ে এটি কাজ করে।

কার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ?

কখনও কখনও, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরস্পরের বিরূদ্ধে যায় বা বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ - জাতীয় আইন প্রণেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সমস্ত শিশুকে লিঙ্গ নির্বিশেষে অবশ্যই স্কুলে যেতে হবে। তবে গোষ্ঠী, বা বর্ণ বা ধর্মীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে বয়ঃসন্ধির পরে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া তাদের রীতিনীতি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, এমনকি পরিবারের মাথা যিনি তিনিও এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন (সাধারণত একজন পুরুষ বা ক্ষমতাশীল বয়স্ক মহিলা)। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জনের সিদ্ধান্তই সাধারণত মানা হয় কারণ এই মেয়েদের এই বাড়ি ও গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রতিদিনের জীবন কাটাতে হয়। তখন জাতীয় সিদ্ধান্ত অনেক দূরে এবং কোনো মানে রাখে না। জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত এই মেয়েরা যাদের উপরে নেতীবাচক প্রভাব পড়ছে তাদের কাছে দূরবর্তী ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অদৃশ্য এজেন্ডা নির্ধারণ ক্ষমতা

প্রতিদিন খবরের কাগজ, টেলিভিশন সেই দিনের 'গুরুত্বপূর্ণ' খবর রিপোর্ট করে। ২৪x৭ খবরের যুগে আমরা অনেক ধরণের জাতীয় স্তরের খবর প্রথম পাতায় পড়ি। আমরা ধরে নিই সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বা টেলিভিশনে খবরের অনুষ্ঠানে আমরা যে শিরোনাম বা খবরগুলি দেখি সেগুলিই গত চব্বিশ ঘন্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এগুলিই জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার যোগ্য। এবং আমরা এটাও ধরে নিই যে সংবাদপত্রের ৪ বা ৫ নম্বর পাতায় যে ঘটনাগুলি বেরোচ্ছে সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ - প্রধানমন্ত্রীর চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর, বা একটি বড় খেলার অনুষ্ঠান- এগুলি সব প্রথম পাতার খবর । অন্যদিকে দরিদ্র কৃষকদের আত্মহত্যার খবর বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বা দেশের কোনও আদিবাসী মানুষের উপর হামলার খবর ৫ নম্বর পাতায় বেরোয়। কিন্তু এইটি আসলে মিডিয়ার এজেন্ডা নির্ধারণ করার ক্ষমতার অংশ। কেন কৃষকদের আত্মহত্যার খবর বা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর হিংসার খবর প্রথম পাতায় থাকে না? কেন এটি কোনও রাজনীতিবিদের বিদেশ ভ্রমণ বা খেলার অনুষ্ঠানের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ? সেই ক্ষমতার জোরে মিডিয়া সিদ্ধান্ত নেয় কোন খবর কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটা প্রথম পাতায় যাবে আর কোনটা ভিতরের পাতায়। তখন অনেক সামাজিক অন্যায় বা হিংসার খবর, 'জাতীয়' খবরের তলায় চাপা পড়ে যায়। এখানে কেউ আমাদের চিন্তাভাবনাকে তৈরি করে দিচ্ছে, এজেন্ডা নির্ধারণ করছে, এবং আমরা সে বিষয়ে প্রায় একদমই সচেতন নই।

আন্তর্জাতিক
এজেন্ডা নির্ধারণ ক্ষমতা

১০ থেকে ১৫ বছর আগে, বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের বিতর্কে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল কীভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করা যায়। তারপরে একটি পরিবর্তন এসেছিল। আমাদের বলা হতে লাগল জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর উপর নেতীবাচক প্রভাব ফেলছে যে বিষয়গুলি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্রদের উপরেও নিশ্চিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতীবাচক প্রভাব পড়লেও, বিষয়টি বেড়ে যাওয়া বা খারাপ হওয়ায় তাদের কোনও অবদান নেই। কিন্তু বিশ্বের তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের ও আর্ন্তজাতিক সংঘগুলির ও উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির জলবায়ু পরিবর্তনের উপরে দৃষ্টিপাত এবং মিডিয়াও এই বিষয়ের উপর জোর দেওয়ায় দারিদ্র্যের মতো একটি বিশাল ইস্যুকে অদৃশ্য করে দিল। এই নয় যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্যই এটির গুরুত্ব আছে। কিন্তু দারিদ্র্যও সমান রকম, যদি বেশি না-ও হয় গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা হল, যাদের এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে তারা বিশ্বের নানা জরুরি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম, আমরা যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবছি তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম, এমনভাবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সাজিয়ে দেয় যা অনেক সময় দৃশ্যমান হয় না।

পরিবারের মধ্যে
এজেন্ডা নির্ধারণ

পরিবারের মধ্যেও এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতা অন্যদের জীবনকে প্রভাবিত করে। মালার বয়স ১৬ বছর এবং সে খুব ভাল ছাত্রী। সে স্কুল শেষ করতে চায় এবং তারপর ডাক্তারি পড়তে চায়। কিন্তু মালার বাবা মায়ের বিশ্বাস, একটি মেয়ের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিয়ে এবং সন্তান। ওর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া, অভিভাবকদের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে সেটাই রীতি। ওনারা চিন্তায় আছেন, স্কুলের গন্ডি পার করার পরই যদি মালার বিয়ে না দিতে পারেন, তাহলে হয়তো আর কোনোদিন মালার বিয়ে হবে না। যখনই মালা ডাক্তারি পড়ার কথা তোলে, ওর বাবা মা ওকে বকেন। মালাকে নিয়ে সব কথাই ওর বিয়ে নিয়ে, ওর ভবিষ্যতের পড়াশোনা নিয়ে নয়। মালা ওর নিজের ইচ্ছেগুলিকে পরিবারের এজেন্ডার মধ্যে নিয়ে আসতেই পারছে না। মালার এজেন্ডা নির্ধারণের কোনো ক্ষমতাই নেই।

২

ক্ষমতা কোথায় পরিচালিত হয়?

মানুষ যেখানে জীবনযাপন করে সে সকল স্থানে সামাজিক ক্ষমতা পরিচালিত হয়।

ক্ষমতা কীভাবে পরিচালিত হয়

সামাজিক পরিবর্তন আন্দোলনকর্মী হিসাবে আমরা তিনটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কীভাবে পরিচালিত হয় তা বুঝতে আগ্রহী।

ব্যক্তিদের মধ্যে

বিভিন্ন মানুষ, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যেমন বিবাহিত জীবনে এবং ব্যক্তিগত জায়গার পরিসরে যেমন পরিবারে ক্ষমতা কাজ করে। আমরা বিশেষ করে, আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে কাজ করে, সেটা বুঝতে ইচ্ছুক কারণ এই ধরণের সম্পর্কের মধ্যেই নারীরা অথবা যারা নিজেদের নারী হিসেবে পরিচয় দেন, তাদের সব চেয়ে বেশি হিংসা ও বিদ্বেষের অভিজ্ঞতা হয়।

সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে

বিভিন্ন ধরণের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ও গোষ্ঠী জুড়ে, যারা কোনওভাবে একই ধরনের পরিচিতি ভাগ করে নেয় ক্ষমতা কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমরা দেখি সামাজিক ক্ষমতা কাজ করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে, যে গোষ্ঠীগুলি তৈরি হয়েছে লিঙ্গপরিচয় (পুরুষ, নারী, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি), জাতি, বর্ণ, শ্রেণি, ধর্মীয় বিশ্বাস, সক্ষমতা/প্রতিবন্ধকতা, যৌন অভিব্যক্তি, অবস্থান (গ্রামবাসী, শহরবাসী)এবং পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে। আমরা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝতে আগ্রহী কারণ এটি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, কলঙ্ক, বর্জন, বৈষম্য, সংঘাত এবং হিংসার ব্যবস্থা তৈরি করে যা কিছু গোষ্ঠীর মানুষদের শোষিত হতে এবং অন্যদের তাদের দমিয়ে রাখতে দেয়। এগুলি সামাজিক ক্ষমতার কাঠামো যা ক্ষমতা, সুবিধা এবং অধিকার কিছু জনের জন্য বরাদ্দ করে ও অন্যদের জন্য অনুমোদন করে না।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে

ক্ষমতা কাজ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, একাধিক দেশের মধ্যে, বা বিভিন্ন দেশের গোষ্ঠীর মধ্যে, উন্নত দেশগুলির মধ্যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে, 'উত্তরের' দেশগুলির মধ্যে, 'দক্ষিণের' দেশগুলির মধ্যে, নতুন ধরনের বিন্যাসের মধ্যে যেমন ব্রিকস (BRICS) (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা) – যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী কর্পোরেট ক্ষমতাগুলির উঠে আসা যারা কোনও জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যারা শুধু জাতীয় নীতিগুলি নিজেদের পক্ষে প্রভাবিত করে তাই নয় নাগরিকদের সুরক্ষা দেয় এমন আইন লঙ্ঘন করে। আজকের পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আমাদের অর্ন্তভুক্ত করতেই হবে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক, মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং যারা মাদক, মানুষ, অস্ত্র পাচার করে। এইসব সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর বিপুল ক্ষমতা কায়েম করেছে।

নিজের মধ্যে

আমরা জানি যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অবস্থিত। এ কারণেই, ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখেছি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যখন তাদের বিপরীতে যে শক্তি সে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং সহজেই তাদের পিষে দিতে পারত। নিজেদের পরিবারের মধ্যেও আমরা দেখেছি, কোনো কোনো নারীকে, যারা নিজের মধ্যে থেকে কোনো গভীর শক্তি ও সাহসের উৎস খুঁজে, সমস্ত সামাজিক নিয়ম ও ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে, নিজেই নিজের চলার পথ তৈরী করেছেন - এরা সেই নারীরা যারা - বিয়ে করতে অস্বীকার করেছেন, যারা নিজেদের শিক্ষার অধিকারের জন্যে লড়াই করেছেন, অনেক অন্যায্য সামাজিক নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেছেন (যেমন – বিধবাদের পুড়িয়ে হত্যা, পণের দাবি, জাতি-বর্ণ নিয়ে ছুঁৎমার্গ, যৌন হিংসা বিষয়ে চুপ করে থাকা), নিজেদের সঙ্গে ঘটা চেহারা, জাতি, জাতিসত্তা, যৌন পরিচয় বা লিঙ্গ পরিচয়, প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে বৈষম্যর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কেউ এইসব নারীদের এগুলি করার জন্য ক্ষমতা দেননি, তারা নিজেদের মধ্যে থেকেই এই ক্ষমতা আহরণ করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই ক্ষমতা আছে, যদিও আমরা সেই ক্ষমতাকে চিনতে পারি না বা ব্যবহার করি না।

ক্ষমতার আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক

হুদার কাহিনী

সেদিন শুক্রবার সকাল। হুদা ভোর পাঁচটায় উঠে, হাত আর পোলিওগ্রস্ত পায়ের পাতা ধুয়ে, হাঁটু গেড়ে সকালের প্রার্থনা করতে বসেছিল। তারপর সে রান্নাঘরে গিয়ে, আগুন জ্বেলে, পরিবারের জন্য সকালের রান্না করতে গেছিল। কিছুক্ষন পর, হুদার শাশুড়ি রান্নাঘরে এসে রান্না অর্দ্ধেক হয়েছে দেখেই হুদাকে সকালের প্রার্থনা না করার জন্যে দোষ দিতে লাগলেন। তারপর তিনি হুদাকে চড় এবং লাথি মারতে থাকলেন এবং বললেন যে হুদা নরকে যাবে। হুদা কিছুই বলেনি আর নিজের কাজ করে যাচ্ছিলো।

রান্নার পর হুদা এমব্রয়ডারি সেলাই নিয়ে বসলো। হুদা রোজ শাল, স্কার্ফ আর জ্যাকেটে এমব্রয়ডারি করে একজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর জন্যে যাতে তার স্বামীর চায়ের দোকানের স্বল্প আয়ের সঙ্গে কিছু বিকল্প আয়ও হয়। কিন্তু প্রতিদিন এই সেলাইয়ের কাজটা আরো কঠিন হয়ে পড়ছিল। মহাজন বলেছিলেন যে বাজার মন্দা, এবং পাঁচ বছর আগে সে যতটা আয় করত তার সমান আয় করতে হুদাকে সারাদিনে আরো বেশি ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছিল, নিজের সংসারের সব কাজের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা তার সন্তানরা স্কুল থেকে ফেরার পর, তাদের খেতে দিয়ে, তারপর হুদা নিজের সেলাইয়ের কাজে বেরিয়ে পড়ে, তাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী মুখ ও শরীর পর্দা করে।

মহাজনের কাছে পৌঁছানোর পর, হুদাকে রোজের মতন টিটকিরি শুনতে হলো। "ওই দেখো, কালো বস্তা পড়া মাহিলা! একজন বোবা কালা পঙ্গু মানুষ যে না কিছু শোনে আর না কিছু বলে। যার এমব্রয়ডারি এতো খারাপ, তৃতীয় শ্রেণীর যে আমার একজন ক্রেতা পেতেও অসুবিধা হয়। আজ আপনি কি জঘন্য কাজ করেছেন আমাকে দেখান।" হুদা চুপচাপ গত এক সপ্তাহ ধরে তৈরী করা এক ডজন স্কার্ফ দিয়ে দেয় – দিনে প্রায় ১০ ঘন্টা ঝুঁকে পড়ে এই কাজ সে করেছে, তার ঘাড় আর কাঁধে যন্ত্রণা, আঙুলগুলো অবশ হয়ে যায়।

মহাজন আড় চোখে কাজটা দেখে, গত সপ্তাহে সম পরিমাণ কাজের জন্য যে টাকা দিয়েছিল গজগজ করতে করতে তার থেকেও কম টাকা দিলো হুদাকে। হুদা প্রতিবাদ করে বলল- "কিন্তু স্যার..." "কি? কি?" মহাজন চিৎকার করে উঠলো। "টাকাটা পছন্দ নয়? তাহলে তোমার জঘন্য কাজ ফেরত নিয়ে বেরিয়ে যাও।" হুদা জানতো সে হেরে গেছে। সে একজন গরিব, নারী, অশিক্ষিত, শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সে কোনও একটি ক্ষমতার বিরূদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তা নয় কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার কাঠামো তাকে দমিয়ে রাখার কাজ করছিল।

নিজের ভিতরের ক্ষমতা
শামীমের কাহিনী

শামীম আখতারের অসামান্য কাহিনী আমাদের শেখায় যে নিজের ভিতরের ক্ষমতা ব্যবহার করলে আমরা কি অর্জন করতে পারি। শামীম পাকিস্তানের ইসলামাবাদের গরিব পরিবারের একজন সাধারণ মহিলা। শামীম কোনো সামাজিক আন্দোলনকর্মী নয়, কোনো সামাজিক কর্মী বা সংস্থা তার ক্ষমতায়ন করেনি। তবে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি তার প্রয়াত স্বামীর মতো একজন ট্রাক চালিকা হয়ে উঠতে সফল হয়েছিলেন।

শামীম যখন তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য একজন ট্রাক চালিকা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, তখন সে ভাবেনি লোকে কী বলবে, সামাজিক ছুঁৎমার্গ, পুরুষদের দ্বারা হয়রানি বা তার সুরক্ষার ঝুঁকি ইত্যাদির কথা। স্থানীয় ড্রাইভিং স্কুলের 'না' - কে সে মেনে নেয়নি, যার জন্যে অবশেষে তারা বাধ্য হয়েছিল শামীমকে ভর্তি করতে এবং ট্রাক চালানো শেখাতে।

আজকে শামীম একজন সম্মানিত ট্রাক চালিকা, যাকে তার অন্য ট্রাক চালকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এবং একজন মা অথবা বোন হিসেবে দেখে। শামীমের এই সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের কী ব্যাখা আছে – এটা ছাড়া যে এই নিজস্ব ক্ষমতার ভাবনাটি সে নিজের মধ্যে বহন করত – তার নিজের ভেতরের ক্ষমতা? অবশ্যই, আমরা সবাই শামীমের মতো এতটা সাহসী ভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারব না কিন্তু আমরা সবাই আমাদের মধ্যের এই ক্ষমতাটি চিনতে শিখতে পারি।

আপনি শামীমের কাহিনী তার কথায় শুনতে পারবেন:
https://youthkiawaaz.com/2016/10/pakistan-first-woman-truck-driver/

৩

ক্ষমতার উৎস কোথায় ?

যে সম্পদগুলি সামাজিক ক্ষমতার উৎস সেগুলি শুধু অর্থনৈতিক সম্পদ নয়।

প্রাথমিক ভাবে সম্পদের উপর অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ থেকেই সামাজিক ক্ষমতা তৈরি হয়। বিভিন্ন কারণে, কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সম্পদের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং আরও শক্তিশালী হয়। তবে এগুলি কেবল অর্থনৈতিক সম্পদ নয়। কমপক্ষে চার ধরণের সম্পদ রয়েছে যা আজকের বিশ্বে সামাজিক ক্ষমতা তৈরি করে।

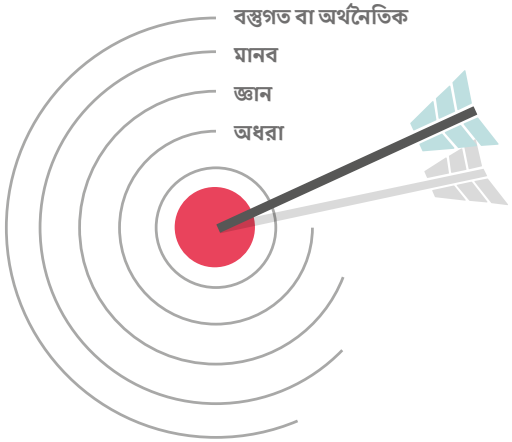

বস্তুগত বা অর্থনৈতিক সম্পদ

আমরা বেশিরভাগ মানুষই জানি বস্তুগত বা অর্থনৈতিক সম্পদ কি - জমি, স্থাবর সম্পত্তি যেমন বাড়ি, গয়না এবং টাকা। অর্থনৈতিক সম্পদ সমস্ত সামাজিক ক্ষমতার মূলে রয়েছে এই বিশ্বাসটি বেশ দৃঢ়। তবে এটি ভুল। হ্যাঁ, অর্থনৈতিক সম্পদ ক্ষমতার একটি বড় উৎস। কিন্তু কম দৃশ্যমান সম্পদ রয়েছে যা ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির মধ্যে পড়ে।

মানব সম্পদ

মানুষের দেহ এবং শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ সামাজিক ক্ষমতার একটি প্রধান উৎস। এটি নারীদের পক্ষে বোঝা সহজ - আমাদের দেহের, আমাদের যৌনতার এবং আমাদের প্রজনন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ, প্রায়শই অন্য মানুষের হাতে থাকে। নারীরা যৌনতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এমনকি তাদের স্বামীকে না বলা অথবা তারা সন্তান চায় কিনা বা কতগুলি সন্তান চায়। অন্যেরা নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের শরীর কোথায় যেতে পারে, তাদের চেহারা কেমন হবে এবং তারা কোথায় থাকতে পারে। আমাদের অবাধে চলাফেরা করা, কোনো জায়গায় একা থাকার অধিকার নেই অথবা কি পোশাক পরবো তা অনেক সময়েই বেছে নিতে পারি না আর সাধারণত আমাদের সেই সব জায়গায় যেতে নিরুৎসাহিত করা হয়, যেখানে পুরুষদের আধিপত্য চলে। রাস্তায় বা যানবাহনে হয়রানি, অন্ধকার হয়ে গেলে বাইরে না বেরোনো, খোলামেলা পোশাক না পরা বা আমাদের মুখ বা শরীর সঠিকভাবে না ঢাকা – এই সব কিছুকেই নারীদের জন্য একদম স্বাভাবিক বাধ্যতা বলে ধরা হয়। কিন্তু আসলে এগুলি হল আমাদের শরীর ও সেই শরীরের যে স্বাধীনতা থাকা উচিৎ তার উপরে নিয়ন্ত্রণ।

একইভাবে, আমরা যে কাজ করি তার উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হওয়া – আমাদের শ্রম- মানব সম্পদ নিয়ন্ত্রণের এবং ক্ষমতার উৎসের বহিঃপ্রকাশ। ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করে – এবং এই ক্ষমতা লিঙ্গ (পুরুষরা নারীর শ্রম ও শরীরের উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করে), শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, জাতিসত্তা, জাতীয়তার ভিত্তিতে হতে পারে। উদাহরণ, ভারতবর্ষের বর্ণপ্রথার ভিত্তি হল কে কী ধরণের কাজ করবে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, যেখানে এক ধরণের কাজকে বেশি মূল্য দেওয়া হত (যেমন ব্যবসা বা বুদ্ধিজীবীদের কাজ) অন্য কোনো কাজের থেকে (যারা পরিষ্কার করার কাজ বা মানুষের বর্জ্য পরিষ্কার করেন যেমন - নাপিত, ধোপা, ঝাড়ুদার, মুচি)। যারা এই ধরণে 'নিচু' কাজ করতেন, তাদের 'অচ্ছুৎ' ভাবা হত, যদিও তারা সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক কাজগুলি করতেন।

বর্ণ প্রথা

সামাজিক ক্ষমতা গঠনে জ্ঞান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা

ভারতে বর্ণ প্রথা ব্যবস্থার উত্থান ও একীকরণ হল সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জ্ঞান শক্তি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। বর্ণ প্রথা কেবল পেশা ভিত্তিক নয়, কে কী ধরনের জ্ঞান এবং তথ্য জানার অধিকার পাবে তার ভিত্তিতেও নির্ধারিত হত কারণ এই দুটির মধ্যে গভীর যোগসূত্র আছে। শেষ গোষ্ঠীটিকে, জ্ঞান লাভ করার জায়গাতে যেতেও দেওয়া হতো না যেমন স্কুল বা মঠ বা কোনো বইয়ের ওপর ছায়াও পড়তে দেওয়া হতো না! যদিও 'শুদ্র ' ও 'দলিতরা' জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল, তাদের 'উচ্চ বর্ণের' লোকেরা দমিয়ে রাখত, কোনওরকম প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে।

নারীদের ক্ষেত্রে এটি আরও অন্য রকম হয়ে যেত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিবারের নারীদের কিছু শিক্ষার সাক্ষরতা, ধর্মীয় ধর্মগ্রন্থ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ ছিল। যখন তারা 'অশুচি' বলে গন্য করা হতো ঋতুস্রাব চলাকালীন ও সন্তান জন্মের পর তখন তাদের কোনও পবিত্র বই স্পর্শ করতে বা কোনও উপাসনার জায়গায় প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। আর 'নিচু' বর্ণের নারীদের – বিশেষত 'শুদ্র' ও 'দলিত' নারীদের তো সাক্ষরতা বা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

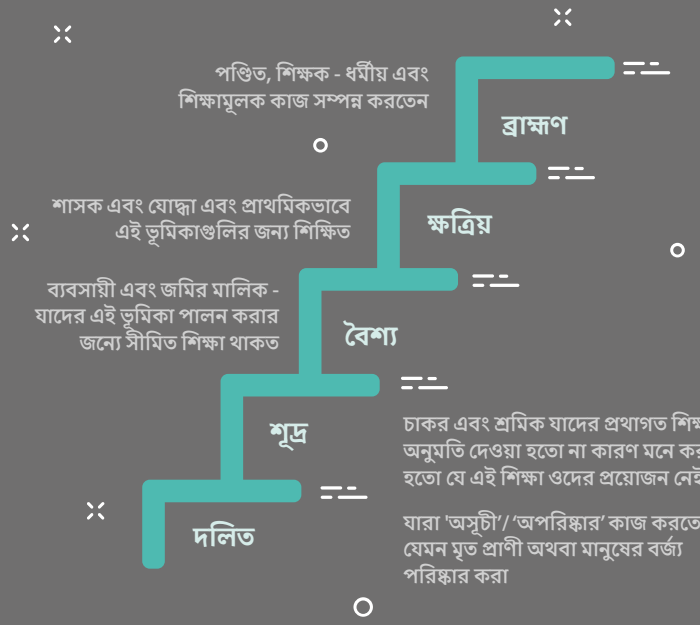

ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসে বর্ণ ভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহ হয়েছে। একটি প্রতীকী বিদ্রোহের উদাহরণ - যখন নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষরা জোর করে স্কুল এবং মন্দিরে ঢুকেছিলেন এবং ধর্মীয় গ্রন্থ ছুঁয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত, বর্ণ বৈষম্য নিষিদ্ধ হলেও এবং সর্বজনীন শিক্ষার নিশ্চয়তা থাকলেও, নিম্ন বর্ণের 'দলিত' মানুষদের বিরুদ্ধে অসংখ্য নিষ্ঠুরতা হয়, নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য বজায় রয়েছে যেমন, দলিত শিশুদের ক্লাস চলাকালীন শ্রেণীকক্ষের বাইরে বসানো হয়।

জ্ঞান সম্পদ

একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে 'জ্ঞানই শক্তি'। আজকের বিশ্বে জ্ঞান এবং তথ্য ক্ষমতার আরও বড় উৎস হয়ে উঠেছে এবং এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অর্থনৈতিক সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষা, পেশাদার বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে তেমন ভালো অবস্থার বাড়ি থেকে না আসা মানুষরাও প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তৃণমূল স্তরে একজন শিক্ষিত এবং লিখতে পড়তে পারে দরিদ্র মানুষেরও সামাজিক ক্ষমতা থাকে যারা পারে না, তাদের থেকে - কারণ সে তথ্য জানতে পারে করতে পারে, যেমন, গ্রাম পরিষদের বাজেট অথবা সরকারি কোনো নতুন প্রকল্প অথবা ব্যাংকের নতুন কোনও ঋণের প্রকল্প। জ্ঞান সহজলভ্য হলে তাকে নতুন সম্পত্তি, উৎপাদনশীল সম্পদে পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং পাশাপাশি সমাজে উচ্চতর সামাজিক অবস্থান এবং গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাবের উৎস হয়ে উঠতে পারে। বিপরীতে, যাদের বেশি অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে তাদের কাছে জ্ঞান এবং তথ্য আরও বেশি সহজলভ্য।

অধরা সম্পদ

দক্ষিণ এশিয়ার নারীবাদী অর্থনীতিবিদ নায়লা কবীর আমাদের একটি চমৎকার ভাবনা দিয়েছেন - সামাজিক ক্ষমতা অনেক সময়েই অদৃশ্য সম্পদ থেকে আসে - যা আমরা কার্যত দেখতে বা স্পর্শ করতে পারি না তবে তারা বাস্তব যাকে আপনি জানেন, সামাজিক সাহায্যের নেটওয়ার্কগুলি, ইউনিয়ন বা সামাজিক আন্দোলনের সদস্যপদ এবং এরকম অন্যান্য সম্পর্কিত সম্পদ যেগুলি খুবই বাস্তব কিন্তু টাকাপয়সা, জমি বা শ্রমের মতো দৃশ্যমান নয়। যারা সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান, তারা এই ধরণের অধরা সম্পদগুলি ব্যবহার করে অন্যদের বাইরে রাখার জন্য। তবে প্রান্তিক ব্যক্তিরা এই ধরণের অধরা সম্পদগুলি ব্যবহার করে সেই সুযোগগুলির সহজে পেতে যা তাদের অস্বীকার করা হয়। কিন্তু এগুলি প্রান্তিক মানুষেরা ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকে সেইসব জায়গায় যাওয়ার জন্য বা সেইসব সুযোগ পাওয়ার জন্য যা এমনিতে তাদের দিতে অস্বীকার করা হয়। উদাহরণ – অধরা সম্পদগুলি ব্যবহার করা হয় একে অপরের কঠিন সময়ে সাহায্য করার জন্য, একটি চাকরি পাওয়ার জন্য, কোনও স্কুল বা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক বা রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, যারা এমনিতে তাঁর অফিসে আপনাকে (ঢোকার) অনুমতি দেয় না।

নিজের ভেতরের ক্ষমতা

এখানে আগেও উল্লিখিত একটি বিষয় আবারও উল্লেখ করা জরুরি - ব্যক্তিসত্তাও ক্ষমতার একটি উৎস। প্রায়শই মানুষকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে, সামাজিক ক্ষমতার কাঠামোতে তাদের অবস্থানের কারণে, তারা শক্তিহীন বা নিকৃষ্ট - তাদের শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, জাতিসত্তা, ধর্ম, লিঙ্গ পরিচয়, পেশা বা অন্য কারণে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাও একটি অধরা সম্পদ যেটা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন এবং কারও পক্ষে ধরা বা সরিয়ে নেওয়াও অসম্ভব। 'ক্ষমতায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা এই অপরিহার্য ক্ষমতা যা আমরা সকলে নিজেদের ভেতরে বহন করি তার সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করি। যখন আমরা এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে অন্যের মধ্যে থাকা ক্ষমতার সাথে যুক্ত করি তখন আমরা আপাতদৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় ক্ষমতার কাঠামোকে ভেঙে ফেলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারি।

শীলার কাহিনী

শীলা একজন বুদ্ধিমতি এবং প্রতিবাদী ধরনের ছোট মেয়ে ছিল। যখন তাকে বলা হতো যে সে মেয়ে বলে কি করতে পারবে বা করতে পারবে না - সে সব সময় জিজ্ঞাসা করতো – কেন? শীলার এই প্রশ্ন করাতে, তার পরিবারের সবাই বিরক্ত হতো - শুধু তার ঠাকুমা ছাড়া। তিনি বলতেন – "মেয়েটাকে প্রশ্ন করতে দাও – একটা যুক্তিযুক্ত উত্তর শুনতে দাও।" ঠাকুমা শীলাকে বলতেন - " প্রশ্ন করো। নিজে যা সঠিক মনে করবে তাই করবে!" ঠাকুমা শীলাকে বলেছিলেন সে যেন অবশ্যই পড়াশোনা করে, একটা চাকরি করে আর নিজের টাকা নিজে রোজগার করে। ঠাকুমা পরামর্শ দিয়েছিলেন – "তোমার নিজস্ব ব্যাঙ্ক একাউন্ট রেখো। নিজের টাকা স্বামীকে দিয়ো না! ভগবান তোমাকে এতো বুদ্ধি শুধু মেয়ে বলে গাধার মতো পরিশ্রম করে ঘরের কাজ করে নষ্ট করতে দেননি। নিজেকে তৈরী করো - আমার মতো হয়ো না।"

ঠাকুমাকে ধন্যবাদ যে শীলা ভিতর থেকে অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, এমনকি সেইসব পরিস্থিতিতেও যেখানে বাকি কেউই তাকে শক্তিশালী মনে করছে না। উদাহরণ - অন্য কেউ যখন ক্লাসের প্রতিনিধি ছিল তখনও অন্যান্য পড়ুয়ারা তার পরামর্শ চাইত। ওর চেয়ে বড় ভাইবোনেরা ওর পরামর্শ নিতো। এই কারণে, বড় হয়ে শীলা যখন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতে শুরু করলো - শীলার মতামত শোনা যেত, ওর অভিমত নেওয়া হতো যদিও শিলা 'বস' ছিল না। কারণ শীলার ভিতরের শক্তি বাইরে প্রকাশ পেতো।

৪

ক্ষমতা কেমন দেখতে হয়?

আমরা সবাই ক্ষমতা দেখেছি এবং আমরা সাধারণত ক্ষমতাকে চিনতে পারি যখন আমরা দেখতে পাই যে সেটা আমাদের অথবা অন্যদের উপর কাজ করছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলি – যখন ক্ষমতাকে খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে- আসলে ক্ষমতার মাত্র একটি রূপ – বা চেহারা। আসলে, ক্ষমতার তিনটে চেহারা আছে: দৃশ্যমান, লুকানো এবং অদৃশ্য। যদি আমরা সামাজিক ন্যায় নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল ক্ষমতার এই তিনটি চেহারাকেই চেনা।

ক্ষমতার তিনটি চেহারা[2]

দৃশ্যমান ক্ষমতা

ক্ষমতার এই দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষ চেহারাটির সঙ্গে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সকলের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এবং এই চেহারাটিকে আমরা প্রতিদিন জনপরিসরে এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (পরিসরে) দেখে থাকি।

(জনপরিসরে)

প্রত্যক্ষ ক্ষমতা হল সেই সামর্থ্য যা মানুষের পছন্দ, সহজে সম্পদ পাওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মতামত এবং সমাজ ও দেশকে যেসব নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরণের ক্ষমতা আমরা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, সেনা এবং বিচারব্যবস্থার হাতে দেখে থাকি। ধর্মীয় নেতা যেমন পুরোহিত, বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন বংশ, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি, সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন যেমন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নারী সংগঠনের নেতৃত্বেরও এধরনের ক্ষমতা থাকে। দৃশ্যমান ক্ষমতা ঠিক করে দেয় – জনপরিসরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে - কারা অংশগ্রহণ করবে – এবং কারা বাদ যাবে। এইসব সিদ্ধান্ত যেমন - জাতীয় বাজেট-এর কতটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হবে, অথবা গ্রাম পরিষদের বাজেট-এর কতটা অংশ রাস্তা তৈরিতে বনাম কতটা স্কুল বাড়ি মেরামত করতে বরাদ্দ করা হবে। এই কারণেই সংখ্যায় বেশি দরিদ্র মানুষের থেকেও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলি (তাদের সম্পদ, অবস্থান, লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, জাতিসত্তা বা বর্ণের কারণে) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দমিয়ে রাখতে পারে।

ব্যক্তিগত পরিসরে

পরিবারে, বাড়িতে অথবা বিবাহিত জীবনে, দৃশ্যমান বা প্রত্যক্ষ ক্ষমতা একই ভাবে কাজ করে। এটির উৎস কিন্তু কোনো প্রথামাফিক কর্তৃত্ব যেমন সরকার, পুলিশ, সেনা, বা কোর্ট আদালত নয়, এর উৎস হলো সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা, যেগুলি কার উপর কার নিয়ন্ত্রণ আছে তা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিগত পরিসরে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা গভীরভাবে লিঙ্গ পরিচিতি দ্বারা নির্ধারিত এবং বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করে। এর ভালো উদাহরণ হলো - পরিবারে পুরুষ প্রধানের, বয়স্ক বিবাহিত মহিলা (শাশুড়ির) ক্ষমতা; লিঙ্গ পরিচিতির উপর ভিত্তি করে ঘরের কাজে, যত্ন দেখভাল করাতে এবং একইসঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল কাজে এবং বাড়িতে বা পরিবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিচিতির ভিত্তিতে শ্রম বিভাজন। এই প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নির্দেশ দেয় - মহিলারা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দিষ্ট গৃহস্থালীর ও উৎপাদনশীল কাজ করবে, তবে তাদের সমান মজুরির অধিকার, আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকারের অধিকার বা তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, সম্পর্ক, যৌনতার বহিঃপ্রকাশ, প্রজনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে না। দৃশ্যমান বা প্রত্যক্ষ ক্ষমতা পুত্র সন্তান চাওয়ার প্রবণতাও ব্যাখ্যা করে।

[2] With grateful thanks to Lisa Veneklasen and Valerie Miller, A New Weave of People, Power and Politics, Just Associates (JASS), 2002

লুকনো অথবা পরোক্ষ ক্ষমতা, কোনও কোনও সময় যাকে এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতা বলা হয় – তার মানে হল - কে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, পর্দার আড়ালে এজেন্ডা নির্ধারণ করে, কার মতামত শোনা যায় বা কার সঙ্গে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করা হয়।

কোনও প্রত্যক্ষ আদেশ না দিয়ে বা প্রথাগতভাবে তার অধিকার না থেকেও ও দৃশ্যমান না হয়ে মানুষের সুযোগগুলিকে, সম্পদ পাওয়ার সহজলভ্যতাকে এবং অধিকারকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করার সামর্থ্যই হল লুকনো ক্ষমতা। লুকনো বা এজেন্ডা নির্ধারণ ক্ষমতা, ব্যক্তিগত এবং জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে।

জনপরিসর

আমরা দেখি যে, লুকনো ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, বেসরকারী সংস্থা, মাদক বা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের যে ঘনিষ্ঠ কিন্তু গোপন যোগ রয়েছে – তার মধ্যে কাজ করে। তারা কোনও দৃশ্যমান ক্ষমতা বা অধিকার ছাড়াই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সরকারী নীতিগুলিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। উদাহরণ: হন্ডুরাস-এ সরকার ও বেসরকারী বহুজাতিকের অশুভ আঁতাতে বেসরকারি সৈন্যবাহিনীর হাতে বার্টা কার্সেরা-র হত্যার ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছিল।

অনুদানদাতা সংস্থাগুলি একইভাবে গোপন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন তারা ঠিক করে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ভালো পথগুলি কি, সামাজিক পরিবর্তন দেখতে কেমন হবে এবং এভাবে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক সংস্থাগুলি কিসে প্রাধান্য দেবে ও কিসের উপরে কাজ করবে – ও তারা কি করতে পারবে না!

গোপন ক্ষমতা জাতীয় বাজেটে কীভাবে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে সেক্ষেত্রে, কি ধরনের আইন তৈরি হচ্ছে শুধু তাই নয় কি ধরনের আইন নেই সেক্ষেত্রেও কাজ করে। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত, গৃহ হিংসা একটি 'ব্যক্তিগত বিষয়' হিসাবে ভাবা হত এবং কোনও আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য ছিল না, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির জন্য দোষীদের শাস্তি দেওয়ার কোনও আইনও ছিল না। ধর্ষণের মতো যৌন হিংসা সম্পর্কিত আইনগুলিতে অপরাধের শিকার মানুষটিকেই অপরাধ প্রমাণ করতে হত, অভিযুক্তকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হত না।

ব্যক্তিগত পরিসরে

জাতীয় আইন বিভিন্নভাবে নিষিদ্ধ করলেও, আমরা দেখি লুকনো ক্ষমতা কিভাবে লিঙ্গবৈষম্য এবং নানান ধরনের পক্ষপাতকে পরিবার এবং গোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি ও পরিচালনা করে। উদাহরণ - পরিবারের মধ্যে মহিলারা তাদের সন্তানদের লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রীতিনীতি শেখায় - 'ভালো মেয়েদের' কি ধরণের আচরণ হওয়া উচিত, ছেলেদের সাহসী ও কঠিন স্বভাবের হতে জোর করা, মেয়েদের পোশাক ও বাইরে চলাফেরা করার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ চাপানো হয়, ছেলেরা যেখানে অবাধে চলাফেরার করার স্বাধীনতা পায়, পুত্রসন্তানদের বেশি ও ভালো খাবার দেওয়া এবং তাদের স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করা ইত্যাদি। এটাই সামাজিক রীতিনীতির লুকনো ক্ষমতা। দেখা যায় যে পরিবারের মধ্যে যে নারীরা পুরুষদের ক্ষমতা এবং সুযোগসুবিধাকে সুরক্ষিত রাখে, সেইসব নারীদের কোনো প্রথামাফিক কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও, পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকে। যেকোনও জনপ্রিয় স্থানীয় ভাষার টেলিভিশন সিরিয়ালে পরিবারের মধ্যে এ ধরনের পরোক্ষ ক্ষমতার ঝলক দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষমতার সব চেহারার মধ্যে, অদৃশ্য ক্ষমতা অনেক ভাবেই সবচেয়ে বেশি সমস্যাজনক – মূলত কারণ সেটি অদৃশ্য – যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারি এই ধরণের ক্ষমতাকে কিভাবে খুঁজে বার করতে হবে বা কোথায় খুঁজতে হবে।

এই কারণেই বেশিরভাগ সময়ে ক্ষমতার এই চেহারাটিকে চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলা করা সবচেয়ে বেশি কঠিন। অদৃশ্য ক্ষমতা হলো সেই ক্ষমতা যা মানুষ নিজের সম্পর্কে কি ভাবে ও অনুভব করে (নিজের চারিত্রিক উপস্থাপনা এবং আত্মসম্মান) সেই চিন্তাভাবনাকে আকার দেয়। এটি এমন এক ক্ষমতা যা সামাজিক ব্যবহার এবং পক্ষপাত তৈরি করে এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনগুলিকে প্রভাবিত করে।

আদর্শ সম্ভবত অদৃশ্য ক্ষমতার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্বজনীন রূপ - কারণ আদর্শ হল অনেকগুলি বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা ও রীতিনীতির সমন্বয় যা আমাদের বুঝতে শেখায় ‘সঠিক’ এবং ‘ভুল’, 'স্বাভাবিক' এবং 'অস্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক' এবং ‘অপ্রাকৃত’। আদর্শ হল অদৃশ্য ক্ষমতা যার মাধ্যমে আমাদের শেখানো হয় অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থাগুলিকে এমনকি আমাদের নিজেদের অপক্ষমতায়নকে গ্রহণ করতে, অংশ নিতে, সমর্থন এবং স্থায়ী করতে শেখানো হয়। এর একটি ভালো উদাহরণ হল - পুরুষ শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ (বা পুরুষতন্ত্রের আদর্শ)। এই ব্যবস্থা এবং যে আদর্শ এটাকে সমর্থন করে, সেটা বেঁচে আছে তার কারণ এই নয় যে পুরুষরা এটি জোর করে চালু রাখে, কিন্তু মেয়েদের শৈশবের প্রথম অবস্থা থেকে এটিকে স্বীকার করে নিতে শেখানো হয় – চ্যালেঞ্জ নয়, যদিও এটি যে বৈষম্য ও অসাম্য তৈরি করে তার ফল মেয়েদেরই ভুগতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মহিলারা পুরুষতন্ত্রের অনুগত সৈনিক হয়ে যান, এত মজবুতভাবে এটিকে তুলে ধরেন যে পুরুষদের আর কিছু করতেই হয় না। জাতির আদর্শ (শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে উন্নত), বিসমকামীতা (কেবল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ 'স্বাভাবিক' এবং ‘প্রাকৃতিক’) এবং বর্ণ (কিছু বর্ণ অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ) – এগুলি যেভাবে মানুষের নিজস্বতা, আচার-আচরণ ও পক্ষপাতকে গড়ে তোলে তাতে এগুলিও অদৃশ্যর ক্ষমতার কিছু উদাহরণ কারণ। **বেশির ভাগ সময়, যদিও আমরা আদর্শ কিভাবে কাজ করে সেটা দেখতে পাই না - এবং এটিই তার অদৃশ্য ক্ষমতা।**

গণমাধ্যম, মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপন শিল্পও অদৃশ্য ক্ষমতার ভাল উদাহরণ। সংবাদ মাধ্যম প্রতিনিয়ত অদৃশ্য ক্ষমতা ব্যবহার করে কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সবার সামনে তুলে ধরা উচিত ও কোনগুলিকে উপেক্ষা করা তা বেছে নিয়ে, কোন ঘটনাগুলি দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের বলে দিয়ে। তারা যেগুলি উপেক্ষা করে, দেখায় না সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বিষয়কে অদৃশ্য করে দিয়ে ও বাকিগুলিকে বেশি দৃশ্যমান করে তুলে তারা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থির করে দিচ্ছে এবং আমাদের অজান্তেই কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ ও কোন্‌টি নয় আমাদের সেই ভাবনাকে প্রভাবিত করছে। বিজ্ঞাপনের জগতেও একইভাবে কাজ করে। রঙীন বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় সুর, বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের চিত্রগুলি সূক্ষ্মভাবে আমাদের ইচ্ছেগুলি গড়ে তোলে এবং কোন্‌টা ভাল, গ্ল্যামারাস, খারাপ বা নেতিবাচক (সে বিষয়ে নতুন রীতিনীতি তৈরি করে।) এ বিষয়ে সচেতন না হয়েই এর দ্বারা আমরা প্রতিদিন নিপুনভাবে ব্যবহৃত হয়ে যাই- আরো রোগা হতে হবে, আরো ফর্সা হতে হবে, ঐ মডেলের মতো দেখতে হতে হবে, ঐ পোশাকটি পড়তে হবে, ঐ জুতোটি কিনতে হবে, ঐ ক্রিমটি, ঐ ফোনটি, ঐ গ্যাজেটটি। টেলিভশন সিরিয়ালগুলিও একইভাবে কাজ করে – আমরা বুঝতেও পারছি না কীভাবে তারা কোন্‌টা স্বাভাবিক, আমাদের মূল্যবোধ, ভাষা, পোশাক, আচার-ব্যবহার বিষয়ে যে ভাবনা তা গড়ে তুলছে। এবং এটাই অদৃশ্য ক্ষমতা!

ক্ষমতার বিভিন্ন চেহারা বোঝা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ সামাজিক পরিবর্তন এবং নারী অধিকারের কাজে আমরা প্রায়শই দৃশ্যমান ক্ষমতাকেই কেন্দ্রবিন্দু করে তুলি- একটি আইন পরিবর্তন করা, রাজনৈতিক সংগঠনে মহিলাদের নেওয়া, কেউ হিংসাত্মক কিছু করলে তার বিচার করা। তবে আমরা কোনো পরিস্থিতির মধ্যে লুকোনো/অদৃশ্য ক্ষমতা কি ভাবে কাজ করছে সে দিকে কম নজর দিই - যদিও সেটার প্রভাব হয়তো অনেক বেশি। আমরা যদি ক্ষমতার কাঠামোয় স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চাই - বা পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে চাই – আমরা তখনই সফল হব যখন আমরা এগুলিকে তুলে ধরবো যে লুকনো এবং অদৃশ্য শক্তিগুলি, তাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে ও টেনে নিচে নামাতে পারবো।

৫

ক্ষমতা কীভাবে প্রকাশ করা হয়?

আমরা ভাবি ক্ষমতা হল এমন কিছু - যেটাকে বাইরে থেকে বদলাতে হবে, বৃহত্তর সমাজে বা গোষ্ঠীতে - আমাদের নিজেদের মধ্যে নয়।

ক্ষমতার ৫ অভিব্যক্তি

পা

পাওয়ার ওভার
পাওয়ার টু
পাওয়ার উইদিন
পাওয়ার উইথ
পাওয়ার আন্ডার

কারুর উপর ক্ষমতা (পাওয়ার ওভার) হল আমাদের খুব পরিচিত এবং আমরা সহজে চিনতে পারি। এই ধরণের ক্ষমতা সেইসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে যাদের দৃশ্যমান ক্ষমতা আছে: পিতা, মাতা, ধর্মীয় নেতা এবং রাজনৈতিক নেতা। এর বিষয়টি হল কে কী সিদ্ধান্ত নেবে সেই সংক্রান্ত এবং এটি প্রকাশ পায় অন্য মানুষদের সুযোগ, পছন্দ এবং কাজকর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা হচ্ছে তার মাধ্যমে। কিছুর উপর ক্ষমতা মানে সাধারণত দমিয়ে রাখা। কিছু উদাহরণ - মবুটোর দুই সন্তানের মধ্যে শুধু একজনকে হাই স্কুলে পড়াশোনা করাবার সাধ্য ছিল, তাই সে তার মেয়েকে নয়, ছেলেকে হাই স্কুলে পড়তে পাঠালো। একজন ধর্মীয় গুরু তার অনুগামীদের নবান্ন উৎসব পালন করতে দিলেন না, কারণ ওটার উল্লেখ তাদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থে নেই। জানা তার মেয়েকে, বন্ধুদের সাথে না খেলে জামাকাপড় কাচতে বললো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইরাক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; অন্য আরেক জন রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিলেন যে নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

কারুর উপর ক্ষমতা (পাওয়ার ওভার) সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এখানে রেকর্ড করুন

কাজ করার ক্ষমতা (পাওয়ার টু) হল আমাদের যে কোনও ধরণের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য বা অন্যদের জন্য কাজ করার সামর্থ্য। এটি হল কাজ করার ক্ষমতা - যেটাকে কখনও কখনও 'এজেন্সী' বলা হয় – অন্য কারুর থেকে অনুমতি বা অনুমোদন না নিয়ে। কিছু উদাহরণ- নাগাম্মা একজন দলিত ভূমিহীন শ্রমিক সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জমির মালিক সামনে দিয়ে গেলে মাথা নিচু করার প্রথাকে তিনি আর মানবেন না; তিনি আশা করেছিলেন, অন্য দলিত মহিলারাও খুব তাড়াতাড়ি একই কাজ করবেন। নসিফও সিদ্ধান্ত নিলেন হাই স্কুলের সামনে সে আইসক্রিম এবং প্রসাধনীর একটা দোকান খুলে তিনি কলেজে যাওয়ার টাকা রোজগার করবেন।

কাজ করার ক্ষমতা (পাওয়ার টু) সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এখানে রেকর্ড করুন

ভিতরের ক্ষমতা (পাওয়ার উইদিন) সম্পর্কে আগের অধ্যায়গুলিতে বিশদে বলা হয়েছে। এটা মনে রাখা দরকার যে, ভিতরের ক্ষমতাকে আমরা অধরা সম্পদের ধারণার সঙ্গেও যুক্ত করতে পারি। জ্ঞান, তথ্যের সহজলভ্যতা, যোগাযোগ, সামাজিক নেটওয়ার্ক – এই সবই আমাদের ভিতরের ক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে।

ভিতরের ক্ষমতা (পাওয়ার উইদিন) সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এখানে রেকর্ড করুন

পাওয়ার উইথ মানে সম্মিলিত ক্ষমতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা – তেমন মানুষদের খুঁজে বের করে, তাদের সংগঠিত করা ও তাদের হাতে হাত মিলিয়ে যারা যারা একই ধরনের অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হয়েছেন ও এধরনের কাজকে সমর্থন করা – তাই হল সম্মিলিত ক্ষমতা। সম্মিলিত ক্ষমতা হল ক্ষমতার সবচেয়ে শক্তিশালী অভিব্যক্তি, যা বিশ্বের বৃহত্তম অবিচারগুলির বেশ কয়েকটিকে শেষ করেছে – যেমন দাসত্ব এবং শক্তিশালী একনায়কতন্ত্র, রাজত্বকেও ফেলে দিয়েছে। কিছু উদাহরণ - মিশর, নেপাল, ব্রাজিল এবং অন্য অনেক দেশে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকদের অভ্যুত্থান যা সেখানকার অপ্রিয় নেতৃত্ব ও সরকার ফেলে দিয়েছিলো।মণিপুরে কয়েক জন বয়স্ক মহিলা নগ্ন হয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে একটি মৌন প্রতিবাদ ঘটিয়েছিলেন কারণ তাদের সম্প্রদায়ের একজন মহিলাকে নিরাপত্তা বাহিনী ধর্ষণ ও নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করে। হন্ডুরাসে, যখন পরিবেশকর্মী বার্তা কার্সেরেস খুন হয়েছিলেন খননের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে, তখন মহিলা সংগঠনগুলি গ্রাম পর্যায় থেকে রাষ্ট্র সংঘ পর্যন্ত প্রতিবাদ চালায় এবং, খনন সংস্থাকে ঐ এলাকা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। প্রতি ফেব্রুয়ারিতে, লক্ষ লক্ষ মহিলা 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং'-এর অংশ হিসাবে মিছিল ও নাচ করেন, মহিলাদের সঙ্গে ঘটা হিংসার বিরূদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য।

এটাও মনে রাখা দরকার, মানুষকে দমিয়ে রাখার জন্যেও সম্মিলিত ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এই ধরণের ক্ষমতাকে কাজ করতে দেখতে পাই যখন বেসরকারী সংস্থা এবং রাজনৈতিক নেতারা একসঙ্গে কাজ করে সরকারি নীতি পরিবর্তন করতে যাতে, ব্যক্তিগত লাভের পরিমাণ বাড়ে এবং রাজনীতিবিদদের পকেটও ভরে যায় সরকারি নীতি পরিবর্তন করে। এটি আরেক ধরনের সম্মিলিত ক্ষমতা যা বৃহত্তর ন্যায়বিচার বা সমতাতে আগ্রহী নয়।

সম্মিলিত ক্ষমতা (পাওয়ার উইথ) সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এখানে রেকর্ড করুন

ক্ষমতার অধীনে (পাওয়ার আন্ডার) ক্ষমতার খুব জটিল কিন্তু বহুধা বিস্তৃত অভিব্যক্তি, বিশেষত মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের সংগঠন এবং আন্দোলনে ব্যবহৃত। ক্ষমতার অধীনে ভাবনাটি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি – কেন যাদের বৈষম্য, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং ট্রমা-র অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা যখন ক্ষমতা অর্জন করে (বিশেষ করে কারওর উপর ক্ষমতা), তখন তারা প্রায়শই নিজেরা নির্যাতনকারী, স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

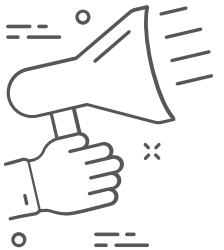

ক্ষমতার অধীনে কী?

মনঃসমীক্ষক স্টিভ ওয়াইনম্যান যুদ্ধ, বাসস্থান বিচ্যুত, নির্যাতন এবং হিংসার ফলে মানসিক আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার পরে এই ধারণাটি তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন যে 'শক্তিহীন ক্রোধ' থেকে ক্ষমতার অধীনের উত্থান হয় – সেই রাগ আর অসহায়তা যা শুশ্রুষাহীন ভাবে রয়ে যায় সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পরেও, যা এগুলি তৈরি করেছিল। অভ্যন্তরীণভাবে, মানসিক আঘাত ও হিংসা থেকে বেঁচে আসা ব্যক্তিরা নিজেদের শিকার ভাবার অভ্যাস থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। তারা নিপীড়িত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পরে এবং তারা নিজেরাই ক্ষমতা অর্জনের পরেও এটি অব্যাহত থাকে (যেমন যখন তারা কোনও সংস্থার নেতৃত্বের পদে পৌঁছন বা পরিবারের প্রধান হন)। তারা সর্বদা ভয়ে থাকেন যে আবার তারা শিকার হয়ে যাবেন ও বিশ্বাস করেন যে এটি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল অন্যকে দমিয়ে রাখা এবং তাদের উপর অত্যাচারী হওয়া। তারা পূর্বে ব্যবহৃত টিকে থাকার আচরণগুলিও ব্যবহার করে – অন্তর্ঘাত, পরাভব, মিথ্যা চাটুকারিতা, পরচর্চা ইত্যাদি। যারা নিজেদের মানসিক আঘাত বা নিজেকে পরিস্থিতির শিকার ভাবা থেকে বেরোতে পারেন না তারা স্বাস্থ্যকর উপায়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে ও অনুশীলন করতে অক্ষম, যাতে তারা নিজেরা অন্যদের দমিয়ে রাখা বা তাদের প্রভাবিত করায় না জড়িয়ে পড়েন। তারা ক্ষমতা অনুশীলনের দুটি উপায়ই জানেন - কারুর ওপরে ক্ষমতা প্রয়োগ বা ক্ষমতার অধীনে থাকা।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধীন-র প্রভাব খুব গুরুতর। অনেকে যারা ক্ষমতার অধীনে আটকে পড়ে আছেন, তারা নিজেরা যে ধরণের অত্যাচার বা অবিচার সহ্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ও তা পেরিয়ে আসার জন্য নতুন সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যতদিন না তারা এই 'শক্তিহীন ক্রোধ' কে চিনতে পারার বা মোকাবিলা করার বাস্তব কোনও প্রক্রিয়া পাচ্ছেন, ততদিন নিজের অজান্তেই তারা ক্ষমতার অধীনে বিষয়টি ব্যবহার করবেন। যেহেতু বেশির ভাগ মহিলারাই তাদের সারা জীবন ধরে বহু বৈষম্যর মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের অনেককেই মারাত্মক নির্যাতন ও হিংসাও সহ্য করতে হয়েছে, তাই এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে মহিলারা যেভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করেন তাতে ক্ষমতার অধীনে অনেকাংশেই থাকে। সেইজন্যে, মহিলারা যখন লিঙ্গনির্ভর নিপীড়নের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে কোনো সংগঠন বা আন্দোলন গড়ে তোলেন, তখন তারা শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি ক্ষমতার অধীনই তৈরি করে ফেলেন ও এমনভাবে ক্ষমতাকে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করেন, যা তাদের কাজের লক্ষ্যকে নষ্ট করে।

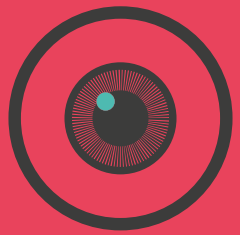

জাঞ্জিবার অভিজ্ঞতা
শুশ্রুষা হয়নি এমন শক্তিহীন ক্রোধের একটি গল্প

ক্ষমতার অধীন-এর ধ্বংসাত্মকতার একটি ভাল উদাহরণ হলো, অনেক বয়স্ক আফ্রিকান নারীবাদীরা যাকে 'জাঞ্জিবার অভিজ্ঞতা' বলেন। একটি প্রতিশ্রুতিময় সভা যা বেদনা, রাগ, হিংসা এবং পাল্টা অভিযোগের একটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। ২০০৩ সালে নারীবাদীদের একটি দল আফ্রিকান নারীবাদী কংগ্রেসের পরিকল্পনা করার জন্য জাঞ্জিবার-এ বৈঠক করেছিলেন। এক সোমবারে ৩৫ জন বসেছিলেন সভায় যার কিছুক্ষনের মধ্যেই তারা আবিষ্কার করলেন যে প্রত্যেকে একে অপরের ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি সম্পর্কে অনেক ধরনের অব্যক্ত অনুমান নিয়ে এসেছিলেন এবং সেগুলি আর আটকে রাখাও গেল না। অন্যভাবে বললে এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তিহীন ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বৃহস্পতিবারের মধ্যে, সভায় আড়ালে পরস্পরের বিরূদ্ধে কথা বলা শত্রুতা, অশ্রু, তিক্ততা এবং বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করেছিল। নারীবাদী কংগ্রেস বাতিল হয়ে যায় এবং অংশগ্রহণকারীরা এই কঠিন শিক্ষা পান যে তত্ত্ব এবং অনুশীলন সবসময় মেলে না।

এই ঘটনার একটা ইতিবাচক দিক ছিল – জাঞ্জিবার অভিজ্ঞতা আফ্রিকার নারীবাদী নেত্রীদের বুঝতে সাহায্য করল যে কার্যকরী নারীবাদী নেতৃত্বের প্রথম ধাপ হল স্বীকার করা যে আমরা সকলেই বিভিন্ন ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আন্দোলনে এসেছি। সুতরাং, আমরা একে অপরের সাথে কীভাবে আচরণ করব এবং কীভাবে আমাদের নিজস্ব ধ্বংসাত্মক প্রবণতাগুলিকে সামলাতে পারব সে সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক নিয়ম তৈরি করা দরকার। জাঞ্জিবার অভিজ্ঞতার শক্তিশালী উপহার হল 'আফ্রিকান ফেমিনিস্ট চার্টার' - নারীবাদী বিশ্বে প্রথম আচরণবিধি।

আমরা যারা সামাজিক ন্যায় বা লিঙ্গসাম্যের আন্দোলনকর্মী ও প্রচারক, আমাদের অন্যতম সমস্যা হলো, আমরা ভাবি যে ক্ষমতা এমন কিছু যা বাইরে থেকে পরিবর্তন করতে হবে - বৃহত্তর সমাজে বা গোষ্ঠীতে - নিজেদের ভিতর থেকে নয়। আমরা নিজেরা কিভাবে ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহার করি, সেই বিষয়ে আমরা খুব কমই ভাবি। অথবা আমরা নিজেদের সাধু বা ত্রাতা হিসেবে দেখি যারা ক্ষমতার অপব্যবহারের উর্দ্ধে। তবে বিশ্বে প্রকৃত পরিবর্তনকারী হওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের থেকেই শুরু করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শটি মনে রাখতে হবে – "বিশ্বে যে পরিবর্তন চাইছেন, আপনি নিজেই সে পরিবর্তন হোন"। আমরা নিজেরাই যদি তা করতে ইচ্ছুক না হই আমরা অন্যকে অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে এবং আচরণ করতে বলতে পারি না।আমরা যদি নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক না হই তবে আমরা অন্যকে তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস এবং ব্যবহার পরিবর্তন করতে বলতে পারি না। ক্ষমতার প্রতি ও তার সঙ্গে আমরা নিজের সম্পর্কটিকে বিশ্লেষণ করেই আমরা মুক্ত করতে পারি "....সেই মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষমতা যা আমরা এখনো হইনি"।[3] মানে, ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে জীবনযাপন করা মানুষ।

[3] (সংক্ষিপ্তসার) করা একটি লাইন থেকে—Rev. William J. Barber II & Jonathan Wilson – Hartgrove', "Subverting Democracy is not Partisan. It is Immoral" in Sojourners https://sojo.net/articke/subverting-democracy-not-partisan-it-immoral

এই সুযোগে ক্ষমতার সাথে আপনার নিজের সম্পর্ক নিয়ে এবং কীভাবে আপনি ক্ষমতাকে ব্যবহার করবেন, এই বিষয়ে আপনি চিন্তাভাবনা শুরু করুন। নিচে দেওয়া কাজগুলি আপনাকে সাহায্য করবে :

- ক্ষমতার সাথে আপনার প্রথম দিকের অভজ্ঞতাগুলি ভাবুন এবং কীভাবে এগুলি ক্ষমতার সাথে আজকে আপনার যা সম্পর্ক তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

- বিশ্লেষণ করুন, আপনার নিজের ক্ষমতার ব্যবহার এবং কী পরিবর্তনের প্রয়োজন।

এই অনুশীলনের ফলাফল আপনাকে কারওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে না। নিজের মধ্যে কি পরিবর্তন আনা দরকার - এই অনুশীলনটি সে বিষয়ে যা কিছু করণীয় সেগুলি সামলাতে সাহায্য করবে।

ক্ষমতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসের বিশ্লেষণ
আমি ক্ষমতার সাথে কীভাবে সংযোগ অনুভব করি

প্রথম ধাপ ভেবে দেখো

- মনে করার চেষ্টা করুন প্রথমবার যখন আপনি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, যে কিছু মানুষের অন্যের চেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকে। ঘটনা বা অভিজ্ঞতা বাড়িতে, স্কুলে, খেলার মাঠে বা অন্য কোথাও ঘটে থাকতেপারে। সেই অভিজ্ঞতাটি যে কোনো ধরণের ক্ষমতার হয়ে থাকতে পারে - **কারুর উপর ক্ষমতা**, প্রত্যক্ষ ক্ষমতা, বা পরোক্ষ বা লুকনো ক্ষমতা, বা অদৃশ্য ক্ষমতা, এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষমতা। মনে করার চেষ্টা করুন, কিসে আপনি বুঝলেন কথাবার্তার মধ্যে ক্ষমতা কাজ করছে।

- এবার মনে করার চেষ্টা করুন প্রথমবার যখন আপনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হলেন। সেটি কি ধরণের ক্ষমতা ছিল - কারুর উপর ক্ষমতা বা লুকনো ক্ষমতা বা অধীনে ক্ষমতা? মনে করার চেষ্টা করুন, নির্দিষ্টভাবে কী আপনাকে কথাবার্তার মধ্যে আপনার নিজের ক্ষমতা বুঝতে সাহায্য করল।

দ্বিতীয় ধাপ

- ফিরে দেখুন নিচে দেওয়া কোন পদটি আপনি সামাজিক ক্ষমতার সমীকরণে দখল করেছেন? (যতগুলি প্রযোজ্য বেছে নিন) আপনি নিজেকে কোন অবস্থানে প্রায়শই খুঁজে পেয়েছেন? যতগুলি প্রযোজ্য সিলেক্ট করুন।
  - **কেউ আপনাকে বশে এনেছে বা আপনি কারওর নিয়ন্ত্রণের বিষয়বস্তু।** কেউ আপনার উপর ক্ষমতা (বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ) করছে। আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?
  - **সাম্য।** আপনি যখন অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছেন, যৌথভাবে কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ করছেন, আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?
  - **নিয়ন্ত্রণ।** যখন আপনি (এককভাবে বা অন্য কারও সঙ্গে) অন্যের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?
  - **অন্যান্য।** উপরেরগুলি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতার সমীকরণ। আপনি অন্যের তুলনায় সমীকরণে কোথায় অবস্থান করছেন তা নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন। আপনার অনুভূতি বর্ণনা করুন।

- উল্লিখিত ক্ষমতার সমীকরণগুলির মধ্যে, কোনটিতে আপনি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন? কোনটিতে আপনি অনুভব করেছেন, আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন কী করতে হবে, আপনার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতিটি কীভাবে ভালভাবে সামলাতে হবে?

তৃতীয় ধাপ

- আপনার কী মনে হয়, এই অভিজ্ঞতাগুলি, আপনি কীভাবে অন্যেরা যারা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে বা সংস্থায় কর্তৃত্বের পদে আছেন তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন তা প্রভাবিত করেছে?
- আপনার কী মনে হয় এই অভিজ্ঞতাগুলি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে বা আপনার সাংগঠনিক জীবনে আপনি যেভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাকে প্রভাবিত করছে?
- নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: আমি কি শক্তিহীন ক্রোধ বহন করি? আমি কি 'অধীনে ক্ষমতা' অনুশীলন করি অন্যকে টেনে নামাতে, সবসময় ভয়ে থাকি যে আমি যদি দমিয়ে না রাখি আমাকে দমিয়ে রাখা হবে, সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়তে পারি ভেবে রেগে বা ভয়ে থাকি।
- আপনি যদি অনুভব করেন যে আপনার ক্ষমতার ব্যবহার করার নিজস্ব পদ্ধতিটি পরিবর্তন করতে হবে, তবে আপনার কোন ধরণের সাহায্য বা নির্দেশ বা প্রক্রিয়া প্রয়োজন হবে?

৬

ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে?

এই চূড়ান্ত বিভাগে, আমরা এখন পর্যন্ত যা কিছু শিখেছি সমস্ত ধারণাগুলিকে এক জায়গায় এনে, একটা ঐক্যবদ্ধ কাঠামো তৈরী করা হবে, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হয়, পরিচালিত হয় এবং টিঁকে থাকে।

কি ভাবে ক্ষমতার কাঠামোর উত্থান হয়?

আমরা গ্রাফিক্স ব্যবহার করব শুধু এটা বোঝানোর জন্য নয় যে ক্ষমতার পরিকাঠামো কি ভাবে তৈরী হয়, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে এটা বোঝানোর জন্য যে অন্যায্য ও অসম হয়েও কি ভাবে সেটা টিঁকে থাকে, দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকে। এটি আমাদের এও বুঝতে সাহায্য করবে যারা এই ক্ষমতার কাঠামোতে তীব্র ভাবে নিপীড়িত, শোষিত ও বৈষম্যের শিকার তারাও এই ক্ষমতার কাঠামোকে মেনে নেন, এতে অংশগ্রহণ করেন এবং মাঝে মধ্যে এটাকে সমর্থন করেন।

আসুন আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি ক্ষমতার কাঠামো কিভাবে তৈরী হয়। ক্ষমতার কাঠামো তখনই গঠন হয় যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সহজে পেতে পারে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষত বস্তু সম্পদ (যেমন জমি, অর্থ) ও জ্ঞান সম্পদ। তারপর এই ক্ষমতা মানব সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হয়, যেমন সেইসব মানুষদের শ্রম যাদের রোজগারের জন্যে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের জন্যে কাজ করতে হয় কারণ তাদের নিজেদের জমি বা অর্থনৈতিক সম্পদ নেই। লিঙ্গ পরিচয়ভিত্তিক ক্ষমতার কাঠামোতে (যাকে পুরুষতন্ত্র বলা হয়) একজন গরিব পুরুষ, যে ক্ষমতার কাঠামোর একদম নিচের তলায় আছে, সেও একজন গরিব নারীর থেকে বেশি ক্ষমতাবান কারণ, তাদের নারীদের শরীর, যৌনতা, প্রজনন ক্ষমতা এবং শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। তাই শুধু ধনী এবং ক্ষমতাবান পুরুষরাই নয়, একজন ভূমিহীন গরিব পুরুষও একটি মানব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে: নারীর শরীর এবং শ্রম।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যাদের বস্তু, জ্ঞান এবং মানব সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে, তারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির নেটওয়ার্ক তৈরী করে এবং অধরা সম্পদের উপরেও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। যারা ক্ষমতার কাঠামোর নিচে থাকে তারাও অধরা সম্পদ তৈরী করে – কঠিন সময়ে বেঁচে থাকার জন্যে, সহনশীলতা তৈরি করার জন্যে - কারণ তাদের কাছে এমনিতেই খুব কম সম্পদ থাকে। আগের পাতায় দেওয়া নকশাটা দেখাচ্ছে বিবর্তনের এই পর্যায়ে ক্ষমতার কাঠামো কেমন দেখতে হয়।

ক্ষমতার কাঠামো কি ভাবে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখে?

একটি অন্যায্য ক্ষমতার কাঠামোকে বজায় রাখা

একটি ক্ষমতার কাঠামো, যার শীর্ষে রয়েছে কিছু অভিজাত শ্রেণীর মানুষ, টিঁকে যাওয়ার আশা করতে পারে না যদি বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা প্রান্তিক তারা প্রতিবাদে জেগে উঠে একে ফেলে দেয়।

এটি যাতে না ঘটে তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে? কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে - যে মানুষরা নিচে রয়েছেন তারাও ক্ষমতার কাঠামোকে সমর্থন করে বা নিদেন পক্ষে গ্রহণ করে? ক্ষমতার কাঠামোকে বজায় রাখা, মানুষ, জ্ঞান এবং বস্তু সম্পদের উপর এই ধরণের অসম নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাই অগ্রাধিকার পায়– বিশেষত কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের নিজেদের জায়গায় রাখার জন্যে এবং তারা যাতে ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ না করতে পারে ও ফেলে দিরে না পারে সেই জন্যে। সাধারণত তা করা সম্ভব হয়েছে এটিকে রক্ষা ও বজায় রাখার জন্য কিছু চতুর এবং কার্যকর উপায় তৈরি করে! আসুন, সেগুলি কি তা আমরা দেখি।

আদর্শ

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল আদর্শ। এটি একটি তত্ত্ব বা কয়েকটি ধারণা তৈরি করা যা ক্ষমতার কাঠামোকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে, তা যতই অন্যায্য বা অসম হোক না কেন। বহু শতাব্দী ধরে, আমরা অসম এবং অন্যায্য ক্ষমতার কাঠামোকে ন্যায়সঙ্গত করতে অনেক আদর্শ তৈরি হতে দেখেছি।

- **পুরুষতন্ত্রের আদর্শ**, যা বলে পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আদম প্রথম এসেছিল এবং তারপরে ইভ, বা প্রকৃতি (পুরুষরা বড় চেহারার এবং শক্তিশালী), বা জৈবিক ভূমিকা (মহিলারা জন্ম দেয় এবং সন্তানের দেখাশোনা করে) বা বিবর্তন এরকম করেই তৈরি করেছে। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামোতে আপনার কাজ হল আপনার লিঙ্গভিত্তিক দায়িত্ব পালন করা এবং সামগ্রিক কাঠামো বা তার মধ্যে যে অবিচারগুলির মুখোমুখি হন তা নিয়ে প্রশ্ন না করা।
- **জাতির আদর্শ** দাবি করেছে যে, শ্বেতাঙ্গরা বুদ্ধি এবং সামর্থ্যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তাই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল। এই আদর্শটি ধরে রেখেছিল যে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণের মানুষরা যদি শ্বেতাঙ্গদের শাসন মাথা পেতে মেনে নেয় তাহলে তারা উপকৃত হবেন।
- **বর্ণের আদর্শ** দাবি করে যে, এই জীবনে আপনার বর্ণ আপনার অতীত জীবনের পাপের ফল এবং নিঃশব্দে নিজের বর্ণের দায়িত্ব পালন করে এবং এই জীবনের সমস্ত বর্ণ বিধান মেনেই একমাত্র আপনি পরবর্তী জীবনে উচ্চতর বর্ণে যেতে পারবেন।

এর মধ্যে কয়েকটি আদর্শ বাস্তবিকই লেখা হয়েছে। উদাহরণ: খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনু তাঁর মনুস্মৃতি বা মানব ধর্মশাস্ত্র-এ বর্ণ ও লিঙ্গ আরও অনেক কিছুর মধ্যে সম্পর্কিত নিয়ম লিখেছিলেন। অ্যাডল্ফ হিটলার মেইনক্যাম্পেফ-এ তাঁর বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বগুলি লিখেছিলেন যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯–১৯৪৫) ইহুদি, জিপসি এবং অন্যান্য 'নিম্ন বর্ণ' মানুষদের গণহত্যা করা হয়েছিল। আমাদের বেশিরভাগই কোনও বই থেকে বা প্রথাগত শিক্ষা থেকে নয় বরং আমাদের নিজস্ব পরিবার, বাড়িঘর এবং সম্প্রদায়ের নিয়ম এবং ধারণা থেকে আদর্শ সম্পর্কে শিখি। আমরা আমাদের যৌনাঙ্গ থেকে লিঙ্গ পরিচিতি, পরিবারের প্রবীণ সদস্য বা শিক্ষক বা অন্যদের কাছ থেকে আমাদের শ্রেণি ও বর্ণ বা জাতিসত্তা বা জাতির পরিচয় গ্রহণ করতে শিখি। শৈশব থেকেই আমাদের আদর্শগত ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যখন আমরা এই ধারণাগুলিকে প্রশ্ন করতে বা চ্যালেঞ্জ করতে পারি না তখন থেকে, এবং তাই জ্ঞানত কোনও সচেতনতা ছাড়াই সব কিছু সহজে আত্মস্থ করে নিই।

ক্ষমতার কাঠামো রক্ষা করার জন্য আদর্শ হল সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার কারণ এই আদর্শের মাধ্যমেই প্রত্যেককে এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে বোঝান হয়েছে, তাকে ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে - সমাজে তাদের নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করতে শেখানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আদর্শগতভাবে বুঝিয়ে ফেলার ফলে এই কাঠামোয় সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষগুলি – মহিলা বা দলিত, বিভিন্ন গায়ের রঙের মানুষ, দরিদ্র – তারা এর রক্ষক হয়ে ওঠে। মহিলারা তাদের ছেলে বা মেয়েকে কেবল লিঙ্গ বিধি শেখায় না, বরং অন্যান্য মহিলাদের যারা এই নিয়মবিধিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে তাদেরও শাসন করে ও শৃঙ্খলা শেখায়। এবং তাদের এর জন্য পুরস্কৃত করা হয় - তারা তাদের পরিবারগুলিতে আরও একটু মতামত জানানোর ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পান কারণ তারা 'ভালো' নারী যারা পুরুষদের অধিকারকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য মহিলাদের তাদের জায়গায় রাখে। আদর্শ একটি শক্তিশালী অস্ত্র – সবচেয়ে বেশি এই কারণে যে এটি অদৃশ্য শক্তির একটি রূপ – বেশিরভাগ সময় আমরা চিনতে পারি না যে আমাদের অন্যায়কে গ্রহণ করতে পারার অবস্থানটি এই মারাত্মক মূলের মধ্যে রয়েছে: আমাদের আদর্শগত সমঝোতা।

সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম তৈরি করা

ক্ষমতার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তম্ভটি গঠিত হয় যখন যে আদর্শ সেটিকে ন্যায্য বলে তা ***সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম*** তৈরির মাধ্যমে **রোজকার কাজেকর্মে** জায়গা করে নেয়। লিঙ্গ সম্পর্কিত সামাজিক নিয়মের ক্ষেত্রে অনেক উদাহরণ আছে - নারীদের কি ধরণের পোশাক পরা উচিত, তাদের কথা বলা, হাঁটাচলা, তারা কোথায় যেতে পারবে বা পারবে না, কাদের সাথে মিশবে বা মিশবে না, কি ধরণের আচরণ করবে, কি ধরণের কাজ করা উচিত ইত্যাদি। এই নিয়মগুলি আসলে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ যা সমাজে নারীর স্থান, তাদের কর্তব্য, দায়িত্বকে ব্যবহার, শ্রম বিভাজন, চলাফেরা, চেহারা ইত্যাদি বিষয়ক নিয়মে পরিণত করেছে। আসুন আমরা নারীদের 'ভদ্রতা' সম্পর্কিত যে সামাজিক রীতিনীতি তার উদাহরণটি দেখি। অনেক সংস্কৃতিতে একজন 'ভাল নারী'র থেকে আশা করা হয় যে তিনি এমন একজন যিনি – একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন, পুরুষদের সঙ্গে (বিশেষত এমন পুরুষ যারা তার আত্মীয় নয়) যোগাযোগ এড়িয়ে চলেন, স্বামী বা পরিবারের প্রবীণদের মুখে মুখে কথা বলেন না এবং কোনও অভিযোগ না করে তার ভাগের সমস্ত কাজ করেন।

এই নিয়মগুলি আসলে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের প্রকাশ যা একনায়কতন্ত্র চালিয়ে বলে নারীদের অধীন হতে হবে এবং নারীদের বিপরীত লিঙ্গের থেকে আকর্ষণ এড়ানো উচিত। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি প্রতিটি সংস্কৃতিতে বা সব নারীদের ক্ষেত্রে এক নয় – কারণ অন্যান্য সামাজিক ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামোর আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণির মহিলারা মধ্যবিত্ত বা ধনী মহিলাদের মতো একই নিয়মের অধীন হন না। দরিদ্র মহিলারা যাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করতেই হবে এবং যাদের শ্রম অন্যান্য শ্রেণীর জন্য থাকতেই (বীজ বপন বা চাষ করা, সম্পন্ন পরিবারের গৃহ পরিচারিকার কাজ, জামাকাপড়ের কারখানায় কাজ) তাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে ও নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে থাকার ক্ষেত্রে একই সামাজিক রীতিনীতি চলবে না, যা হয়তো মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য থাকে।

ক্ষমতার কাঠামো, আদর্শ এবং সামাজিক নিয়মের মধ্যে যোগসূত্র বোঝার জন্যে নারীর চলাফেরার ক্ষেত্রে যে সামাজিক রীতিনীতি একটি খুবই ভালো প্রেক্ষিত। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামো নারীদের শরীরকে তাদের চলাফেরা এবং পোশাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। নারীদের একা বাড়ির বাইরে যাওয়া বা খোলামেলা পোশাক পড়া উচিত নয়, বিশেষ করে রাত্রে বা তাদের নিজেদের মতো করে একা 'পাবলিক স্পেস'-এ যেতে নেই। যদি তারা তা করে তবে তাদের যৌন হেনস্থা বা ধর্ষণের জন্য 'ফেয়ার গেম' 'সহজলভ্য' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদি তারা এর শিকার হন, তবে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া হল দোষ চাপিয়ে দেওয়া (১) মেয়েটির উপরে যে সে নিজেই এরজন্য দায়ি কারণ তার সেখানে সেই সময়ে, একা বা ওই ধরণের পোশাক পরে যাওয়া উচিত ছিল না; (২) তার পরিবারের পুরুষদের উপরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য; এবং (৩) মা বা পরিবারের অন্য মহিলাদের উপরে তাকে নিয়ম না 'শেখানোর' জন্য ও সঠিকভাবে 'আচর-ব্যবহার' না শেখানোর জন্য।

আপনার প্রতিদিনের জীবনে দেখতে পান এমন একটি সামাজিক রীতিনীতির কথা চিন্তা করুন (রীতিনীতিগুলি সাধারণত "মহিলাদের উচিত নয় ..." বা "ছেলেদের উচিত ..." হিসাবে প্রকাশ করা হয়)। এই রীতিনীতির পিছনে আদর্শ এবং কোন্ শক্তির কাঠামোকে সুরক্ষিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন।

আমার জীবনে কাজ করে এমন একটি সামাজিক রীতিনীতি হল:

এই সামাজিক রীতির পিছনে আদর্শটি হল:

এই রীতিনীতি যে ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে সুরক্ষিত করে সেগুলি হল:

ভারতের মতো দেশগুলিতে, নির্দিষ্ট কিছু জাতির নারী এবং পুরুষ দু'জনের জন্যেই তাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে কঠোর সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে। 'উচ্চ'বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট মন্দিরে তারা ঢুকতে পারে না, কিছু কিছু কুয়ো নলকূপ ব্যবহার করতে পারে না। যেমনটা আগেই বলা হয়েছে স্কুলের শ্রেণীকক্ষের ভিতরে দলিত শিশুরা অন্য বর্ণের শিশুদের সঙ্গে বসতে পারে না। এই সমস্ত রীতিনীতি বর্ণবাদী আদর্শের প্রকাশ এবং বর্ণভিত্তিক ক্ষমতার কাঠামো রক্ষার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি

লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোকে তুলে ধরার তৃতীয় স্তম্ভটি হল এমন ***প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি*** যা তাদের পিছনে যে সামাজিক রীতিনীতি, নিয়ম এবং আদর্শ থাকে তাই শেখায় ও প্রয়োগ করে।

আপনি যদি এটির বিষয়ে চিন্তা করেন তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি প্রথমে আপনার পরিবারে সম্ভবত আপনার মায়ের কাছ থেকে সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে শিখেছিলেন। সুতরাং, পরিবার একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যা প্রচলিত সামাজিক আদর্শ এবং রীতিনীতিকে খোলাখুলি ও সূক্ষ্মভাবে বাচ্চাদের শেখানোর মাধ্যমে সেগুলি প্রয়োগ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারেই আমরা লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদির বিধি সম্পর্কে শিখি। ধর্ম হল আরেকটি প্রতিষ্ঠান যা অনেকগুলি ক্ষমতার কাঠামোকে প্রয়োগ করে এবং এমন অনেক আদর্শকে প্রকাশ করে যা নিজস্ব বিশ্বাসের মাধ্যমে এগুলির ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে। উদাহরণ, প্রায় সমস্ত ধর্মই পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিলাদের অধীনতা সম্পর্কে ধারণাগুলিকে শক্তিশালী করে – যে ঈশ্বর বিশ্ব শাসন করার জন্য ও তা পরিচালনার জন্য পুরুষ তৈরী করেছে এবং নারীকে পুরুষের সেবা করার জন্য আর পুরুষের 'সাহায্য সাথী' হিসেবে থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বাজারও পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশালী করে। বাজার মানে আমরা বলছি এমন সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এমন সমষ্টি যা একটি দেশের অর্থনৈতিক জীবন শাসন করে যেমন ব্যাংক, সরকারী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কৃষকদের বাজার যেখানে পণ্য কেনা-বেচা হয়! বাজার আদর্শগত নিয়মনীতিকে শক্তিশালীভাবে প্রয়োগ করে. প্রকাশ্য ও সূক্ষ – উভয়ভাবেই, বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ।

উদাহরণ – মাত্র ২০ বছর আগে পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের অনেক অঞ্চলে কোনও মহিলা তার স্বামী বা পিতা বা ভাইয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারতেন না।

নেপালে, মহিলারা নিজের নামে ব্যবসা শুরু করতে পারতেন না; এটি স্বামী বা পিতা বা ভাইয়ের নামে রেজিস্টার করতে হতো। মহিলারা নির্দিষ্ট ধরণের চাকরি পেতে পারতেন না - যেমন ট্যাক্সি চালক, বা কল সারাইয়ের মিস্ত্রি বা মেকানিক - কারণ এগুলি ছিল 'পুরুষদের' কাজ। যতই সক্ষম হোক না কেন, বেসরকারী সংস্থা বা সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ভূমিকা দেওয়া হত না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে আমরা আদর্শগত নিয়মগুলিকে আত্মস্থ করি এবং প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামো টিকিয়ে রাখতে শিখি। বর্তমানে, অনেক দেশে, মেয়েদের কিছু কিছু নির্দিষ্ট ধরনের 'ছেলেদের' খেলাধুলা করার অনুমতি নেই। খুবই সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত, মেয়েরা পেশাদার কোর্স বা প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহজে ভর্তি হতে পারতো না (মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, বৈজ্ঞানিক গবেষণা)।

বিশ্বজুড়ে অনেকগুলি গবেষণায় দেখা যায় যে মেয়েরা যখন পড়াশোনায় ছেলেদের থেকে ভালো হয়, এমনকি গণিত বা ভৌতবিজ্ঞানের মতো বিষয়েও তখনও তারা একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে সাধারণভাবে ১২ বা ১৩-র পরে এই বিষয়গুলিতে খারাপ ফল করতে শুরু করে, কারণ তারা অবচেতনে ভাবে এই বিষয়গুলি 'ছেলেদের বিষয়' বা তারা কোনো ভাবেই ছেলেদের দুর্বল (দেখাতে দিতে পারে না।) সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রবণতাগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু কিছু অনভিপ্রেত আদর্শগত প্রতিরোধের সঙ্গেই।

অনেক বেশি সংখ্যক মেয়ে মেডিকেল কলেজে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করছে: আমরা কী করব?

ভারতের একটি বিখ্যাত বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সবসময় মহিলাদের আবেদন করতে উৎসাহিত করতো। তাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিল খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। ১০০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩০০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারতো, তার মধ্যে থেকে ১০০ জনকে কলেজ ভর্তি হওয়ার জন্য বেছে নিত। ২০০০ সালে, ৪০% মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষা পার করে ভর্তির যোগ্যতা পেল। কিন্তু তারপর থেকে, বিজ্ঞানে ভালো মেয়েদের মধ্যে মেডিসিন কেরিয়ারের ক্ষেত্রে যত জনপ্রিয় বিষয় হয়ে উঠতে লাগলো, আরো অনেক বেশি সংখ্যায় মেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে লাগলো এবং ভর্তির যোগ্যতা পেতে লাগলো।

হঠাৎ কলেজটি একটি দ্বন্দ্বে পড়ল: প্রথমবার, যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের ৬০%-এরও বেশি ছিলেন মেয়েরা। ভর্তি সংক্রান্ত কমিটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা কীভাবে থাকতে পারে? কীভাবে মোট পড়ুয়াদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে বেশি মেয়েরা থাকতে পারে? তাই সংখ্যাতত্ত্ব সত্ত্বেও- শুধুমাত্র ৫০% মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হলো এবং বাকি ৫০% সিট ছেলেদের দেওয়া হলো। এটিকেই কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি 'ন্যায্য' সমাধান মনে করল।

এটি কি আশ্চর্যের নয় যে, কলেজটিতে ৭০ বছর ধরে তাদের মোট পড়ুয়ার মধ্যে ১০০%, ৯০%, ৮০%, ৭০% তরুণ ছাত্র ছিল - এবং এটি ভারসাম্যহীন বলে বিবেচিত হয়নি? মেয়ে শিক্ষার্থীদের শতাংশ ছেলেদের তুলনায় বেশি হওয়াটাই কেন উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছিল?

রাষ্ট্র

অবশেষে, রাষ্ট্র – সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত - একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে প্রভাবশালী ক্ষমতার কাঠামো পরোক্ষভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং এখানেই, যে আদর্শগুলি ক্ষমতার কাঠামোকে সুরক্ষিত করে, সেই আদর্শগুলি তৈরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠানও হতে পারে যে এই ক্ষমতার কাঠামো এবং আদর্শগুলিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারে। অনেক উদাহরণ রয়েছে যে কীভাবে রাষ্ট্র ও তার এজেন্সিগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে সমর্থন করে, বিশেষত যখন তা লিঙ্গ বিধি সংক্রান্ত হয়।

উদাহরণ, লিঙ্গ ও অন্যান্য সামাজিক পক্ষপাতগুলি দেশের আইনে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। বেশিরভাগ দেশে, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ধর্ষণের শিকার যে তাকেই, অভিযুক্তকে নয়, প্রমাণ করতে হয় যে অপরাধটি ঘটেছে। যৌন নিপীড়নের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ দাখিলের নিয়মাবলী ও প্রক্রিয়া আদপেই লিঙ্গসংবেদনশীল নয় – যেন এই বার্তা দিতে চায় যে যদি তুমি ধর্ষণের মতো অসম্মানজনক ঘটনা রিপোর্ট করার মতো নির্লজ্জ হও তাহলে এমন নির্মম ব্যবহার পাওয়ারই তুমি যোগ্য। এটা সেই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যে একজন মহিলার যৌন হেনস্থা হয়েছিল কারণ সেই মহিলাদের পোশাক, চলাফেরা এবং ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচলিত সামাজিক নিয়মগুলি মানেনি বা 'তার পুরুষরা' তার 'সম্মান' রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু আরো অনেক আইন ও নীতি আছে যেগুলি প্রতিফলিত করে যে লিঙ্গ পক্ষপাতের শিকড় কত গভীরে ছড়ানো। যেমন, যখনই সরকার 'ভূমিহীনদের জন্যে জমি' বা 'কৃষকে জন্য জমি' চালু করে বা অন্য কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক প্রকল্প শুরু করে তখন সেই আবেদনে অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবারের পুরুষ প্রধানদের নামে জমি দেওয়া হয়। এমনকি মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে যেখানে মহিলারাই সর্বদা ভূমি মালিক ছিলেন।

এমনকি যেখানে খুবই প্রগতিশীল আইন তৈরি হয়েছে মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য বা লিঙ্গসমতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেখানেও যারা এই আইনগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করেন তাদের মনোভাব খুবই পিতৃতান্ত্রিক বা তারা তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও পক্ষপাতকেকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেন যা এই আইনের পিছনে যে আদর্শটি কাজ করে তারই বিরূদ্ধে যায়। মহিলারা যারা আইনি পদক্ষেপ নেন বিবাববিচ্ছেদ পেতে বা গৃহ হিংসা বা স্ত্রীকে মারার বিরূদ্ধে লড়তে বা যৌন হেনস্থা করেছে এমন দোষীদের শাস্তি দিতে, তাদের অনেক সময় যারা তাদের নিরাপত্তা দেবেন তাদেরই আদর্শগত ক্রোধের মুখোমুখি হতে হয়। পুলিশ অফিসার এবং বিচারকরা প্রায়শই প্রথম ব্যক্তি হন যারা মহিলাদের ভর্ৎসনা করেন এধরনের আইন ব্যবহার করে তার স্বামী বা পরিবারকে 'লজ্জিত' করার জন্য।

অনেক ভাবেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি আলাদাভাবে কাজ করে না, বরং একসঙ্গে কাজ করে, পিতৃতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক বা জাতি-বর্ণবিদ্বেষী বিশ্বাস ও নিয়ম বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। উদাহরণ, সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলি অনেক সময় একসঙ্গে কাজ করে আদিবাসীদের তাদের জমি থেকে উৎখাত করে মোটা অঙ্কের লাভের খনন কাজ বা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য। অনেক দেশে, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় নেতারা একসঙ্গে আইন, নীতি প্রচার করেন, যা নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা যৌন সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘন করে। সেই জন্যে আমাদের 'প্রতিষ্ঠান' নামক স্তম্ভকে একটি সার্বিক শক্তি হিসেবে দেখতে হবে যা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার কাঠামোকে সমর্থন করার জন্য পরিচালিত হয়, যদিও এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে (সর্বদাই) কোনো না কোনো ব্যক্তি ও উপাদান থাকে যারা এর অভিমুখ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাতে সেগুলি সামাজিক এবং লিঙ্গ ন্যায়ের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে পারে।

ভয় ও হিংসার ভূমিকা

এই বিষয়টি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক, আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ যারা নারীর অধিকার বা লিঙ্গ সমতা নিয়ে কাজ করে বিশ্বাস করে যে ভয় এবং হিংসা - বিশেষত হিংসা – সেই প্রাথমিক অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা পুরুষদের সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য এবং মহিলাদের দমিয়ে নিচে রাখতে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু এখন যেহেতু আমরা আদর্শের ভূমিকা দেখেছি, আমরা জানি যে পিতৃতান্ত্রিক এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো রক্ষার জন্য এটি অনেক বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার।

অন্যদিকে, আমরা জানি যে অন্তত কিছু মানুষ নিপীড়নমূলক ক্ষমতার কাঠামোকে সর্বদা চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধ করবে। সর্বদাই এমন মানুষ থাকবেই যারা সমাজে নিজেদের অবস্থানকে মেনে নেবে না বা সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়মগুলি মানতে অস্বীকার করবে যা তাদের নিজেদের অবস্থানে রাখতে তৈরি হয়েছে। ইতিহাস জুড়ে মহিলারা পুরুষতান্ত্রিক নিয়মকে প্রতিরোধ করেছেন। ইতিহাস জুড়ে নিপীড়িত জাতি, শ্রেণি, বর্ণ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, যে ক্ষমতার কাঠামো তাদের প্রান্তিক করেছে, সেগুলিকে প্রতিরোধ করেছেন। আজ আমার দেখি যে এল.জি.বি.টি., প্রতিবন্ধী মানুষ বা যৌন কর্মীরা, তাদের প্রতি হওয়া ছুঁৎমার্গ, বিদ্বেষ এবং সমাজ বর্হিভূত করে রাখার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যখন এই প্রতিরোধ, প্রভাবশালী ক্ষমতার কাঠামো ও সমাজের উচ্চশ্রেণী বা ‘এলিট’ যারা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং যখন আদর্শ এবং সামাজিক নিয়মের অস্ত্রগুলি এই প্রতিরোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এই ভয়কে ঠেকাতে হিংসা ব্যবহার করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে – হিংসার ভয় বা হুমকি, আসল হিংসার থেকেও আমাদের সামাজিক নিয়ম ভাঙা থেকে বিরত করে – যদি খুব বেশি চ্যালেঞ্জ করি তবে এক ঘরে হওয়ার ভয়, যদি ভুল রকম ভাবে পোষাক পরি বা একা রাত্রে যাই তবে হিংসা ও হয়রানির ভয়।

সুতরাং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে হিংসা, ক্ষমতার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার প্রাথমিক অস্ত্র নয় বরং সর্বশেষ অবলম্বন। অনেক বেশি কার্যকর নিয়ন্ত্রণের উপায় হল সম্পদ, আদর্শ, সামাজিক রীতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ। সেই জন্যে, আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে শুধু হিংসাকে কেন্দ্রবিন্দু না করে নিয়ন্ত্রণের এই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলির বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

ক্ষমতার কাঠামোর উত্থান কি ভাবে হয় এবং এটি কীভাবে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখে

আমরা সকলেই জানি যে হিংসা - কেবল নারীর বিরুদ্ধে নয়, অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয় এবং যৌন পছন্দের (ট্রান্সজেন্ডার, গে, লেসবিয়ান ব্যক্তি) মানুষদের প্রতি যে বৈষম্য করা হয় - বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রয়েছে রাস্তায় হয়রানি, ধর্ষণ, গৃহ হিংসা, অ্যাসিড আক্রমণ, অনলাইন হিংসা ও হেনস্থা এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, এই বাড়তে থাকা হিংসা গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে নারী এবং অন্যান্য লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের যে বিরাট প্রাপ্তি হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। আইন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণে আমরা সমান অধিকার পেয়েছি। আমরা এমন রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি যা আমাদের শরীরের প্রতি হিংসা সংঘটিত করেছে এবং আমাদের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছে (এফ.জি. এম., বাল্য বিবাহ, জোর করে বিবাহ, বিধবা নির্যাতন, ধর্ষণ এবং গৃহ হিংসা)। মহিলারা বেশি সংখ্যায় কর্মস্থানে যোগ দিয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে এবং সব ধরণের বৈষম্য, হেনস্থা এবং হিংসা প্রতিরোধ করছে। সবচেয়ে বড় কথা আমরা ম্যাচিজমো-কে তার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশের যে সংস্কৃতি তাকে সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে পৌরুষের ধারণাকে ও 'আসল পুরুষ' কী তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। এগুলি পুরুষ শক্তি এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক শক্তি বিরাট ভয়ের বিষয়। নারী ও লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসার অনেকগুলি কারণ রয়েছে তবে অন্তত আংশিকভাবে এই কারণেও হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ক্ষমতার কাঠামোর প্রাথমিকভাবে উত্থান ঘটে কারণ কিছু মানুষ বস্তু, মানব এবং অন্যান্য সম্পদের উপর বেশি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। প্রাথমিকভাবে তারা হয়তো তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হিংসা ব্যবহার করে, কিন্তু দ্রুত তারা সেইসব আদর্শের অনেক বেশি কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করে যেগুলি সম্পদগুলির অসম বন্টন এবং তার ফলস্বরূপ অসাম্যকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে। এই আদর্শগুলি সামাজিক নিয়মে পরিবর্তিত হয় যা প্রত্যেককে পরিবার, স্কুল বা ধর্মের মতো প্রতিষ্ঠানে শৈশব থেকেই শেখানো হয় যাতে নিপীড়িত ও যাদের বিরূদ্ধে বৈষম্য ঘটছে তারাও ক্ষমতার কাঠামোকে গ্রহণ করে নেয়।

এই সামাজিক রীতিনীতিগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন বাজার, রাষ্ট্র এবং এর বিভাগগুলি (আইনী ব্যবস্থা, পুলিশ, প্রশাসন) দ্বারা শক্তিশালীভাবে প্রয়োগ করা হয়। ভয় বেশিরভাগ মানুষকে তাদের অবস্থানে থিতু রাখে। কিন্তু যখন এই পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়ম ভাঙে বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে আবারও প্রতিরোধ ঠেকাতে হিংসা ব্যবহার করা হয়।

অতএব, যখন আমরা ক্ষমতার কাঠামোগুলিকে পরিবর্তন করার কথা বলি, তখন আমাদের এমন কৌশল তৈরি করতে হবে যা এই জটিল পদ্ধতিগুলিকে বোঝে ও সেইমতো কাজে লাগাতে পারে। এর অর্থ, কেবল দৃশ্যমান ক্ষমতা নয়, লুকানো এবং অদৃশ্য ক্ষমতাকেও সামলাতে হবে। শুধু এইজন্য কাজ করা নয় যাতে মানুষ সম্পদ সহজে পায় এবং তার উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, বরং তাদের আদর্শের ভূমিকা, তাদের নিজেদের সেই আদর্শ এবং সামাজিক রীতিনীতি যার দ্বারা তা প্রকাশ পায় – সেগুলিকে আত্মস্থ ও গ্রহণ করতে শেখানো। এর অর্থ হল সমাজের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি - পরিবার, ধর্ম, বাজার, রাষ্ট্র – তাদের সেই পদ্ধতি যা এই রীতিগুলি পুনরায় তৈরী করে এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখে – তাকে চ্যালেঞ্জ করা।

এই কথা শুনলে মনে হয় প্রায় একটি অসম্ভব কাজ - তবে এটি কেবল করা সম্ভব তাই নয়, এটি করাও হয়েছে। বারবার, সারা বিশ্ব জুড়ে, শক্তিশালী আন্দোলন, বিশেষত নারী আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে, যা ক্ষমতার কাঠামোকে বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে মহিলাদের বিরাট প্রাপ্তি হয়েছে। তারা যদি এই কাজ না করতেন, তাহলে আপনি এই পুস্তিকাটি পড়তেন না এবং প্রান্তিক মানুষদের কীভাবে ক্ষমতায়ন করা যায় সেটিও ভাবতেন না। আপনি যদি আপনার চারপাশে, সম্প্রদায়, প্রদেশ বা দেশে সন্ধান করেন তবে এমন অনেক অনুপ্রেরণামূলক আন্দোলনের গল্প পাবেন যা গভীর পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল।

নারীরা সর্বদা ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে। তাদের গল্পগুলি খুঁজে বার করুন, সেগুলি নিজেদের খুব কাছে রাখুন কারণ সেগুলির মধ্যেই রয়েছে আপনার ক্ষমতা!

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা

শ্রীলতা বাটলিওয়ালা, দিল্লিতে অবস্থিত একটি নারীবাদী মানবাধিকার সংস্থা CREA (ক্রিয়েটিং রির্সোসেস ফর এমপাওয়ারমেন্ট ইন অ্যাকশন)-এ ডিরেক্টর, নলেজ বিল্ডিং এন্ড ফেমিনিস্ট লিডারশিপ। তার বর্তমান কাজের কেন্দ্রবিন্দু হল গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলির তরুণ মহিলা আন্দোলনকর্মীদের দক্ষতা তৈরি ও তাদের পরামর্শ দেওয়া, সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষদের সাথে কাজ করা আন্দোলনকর্মীদের অভিজ্ঞতা ও কাজের ধরন থেকে নতুন জ্ঞান তৈরি করা।

CREA-তে কাজ করার আগে শ্রীলতা কাজ করেছিলেন – AWID (অ্যাসোসিয়েশন ফর উওমেন'স রাইটস্ ইন ডেভেলপমেন্ট)-এ স্কলার অ্যাসোসিয়েট হিসেবে, সিভিল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি-তে হাউসার সেন্টার ফর নন প্রফিট অর্গানাইজেশন-এ রিসার্চ ফেলো হিসেবে ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এ সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে। শ্রীলতার ভারতে তৃণমূল স্তরে কাজের ইতিহাস রয়েছে, যেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন মহিলাদের বিরাট বড় মাপের আন্দোলনের সঙ্গে যা মুম্বই ও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার গ্রামীণ ও শহরবাসী নারীদের একত্রিত করেছিল ও ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছিল।

শ্রীলতা মহিলাদের বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা প্রকাশ করেছেন এবং মহিলা ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনা হল (তাঁর এক গুচ্ছ লেখার সংগ্রহ) - *Engaging with Empowerment - An Intellectual and Experimental Journey (Women Unlimited 2004)*। তিনি বহু আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় মানবাধিকার, মহিলা অধিকার এবং উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনা পর্ষদেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

শ্রীলতা দুটি জায়গায় বসবাস করেন ও কাজ করেন – বেঙ্গালুরু এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের কুন্নুর। তিনি নিজেকে তাঁর চার জন নাতি-নাতনীর একজন কর্মক্ষম নারীবাদী দিদা হিসাবে গর্বিত বোধ করেন। তিনি একজন প্রবীণ নারীবাদী নেত্রী হওয়ার কিছু নতুন পদ্ধতি তৈরির চেষ্টাও করছেন: নারীবাদী আন্দোলনে 'দিদা' হওয়ার এবং তরুণ নারীবাদী নেত্রীদের ও আন্দোলনকে সাহায্য করা, পরামর্শ দেওয়া ও তাদের কাছ থেকে শেখা। যখন তিনি কাজ করেন না, তখন তিনি কেক বানান, সেলাই করেন ও নেটফ্লিক্স দেখেন।

CREA

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত, CREA ভারতের নতুন দিল্লিতে অবস্থিত **একটি নারীবাদী মানবাধিকার সংস্থা।** এটি সেই কয়েকটি আর্ন্তজাতিক নারী অধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে একটি, যেটি বিশ্বের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ও দক্ষিণ দেশীয় নারীবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত, যা তৃণমূল স্তরে ও জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক স্তরে কাজ করে।

CREA একটি **ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বের** জন্যে কাজ করে, যেখানে প্রত্যেকে মর্যাদা, সম্মান এবং সমতা নিয়ে বাস করবেন। CREA নারীবাদী নেতৃত্ব গড়ে তোলে, নারীর মানবাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সকলের জন্য যৌনতা ও প্রজননমূলক স্বাধীনতার প্রসার ঘটায়।

টীম

চূড়ান্ত সম্পাদনা : বিশাখা দত্ত
ডিজাইন : রুপিন্দর কৌর - ডালচিনি
মুদ্রিত : জি.আর. প্রিন্টিং প্রেস

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

ক্রিয়া এই পুস্তিকাটি তৈরিতে গ্লোবাল ফান্ড ফর ওমেন এর উদার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ।

অনুবাদক : সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়, sudimukho@gmail.com
পর্যালোচক : সুদর্শনা চক্রবর্তী, chakraborty.darshana@gmail.com